ঘোষ ও কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বি, এ এ বিষয়ে এক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। দেশীয় খৃষ্টীয় সমাজ সাহেবদিগের অনুকরণ ও তাঁহাদিগের উপর নির্ভর পরিত্যাগ করিয়া যে আপনাদিগের অভাব ও উন্নতি বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা একটী জাতীয় উন্নতির চিহ্ন।

এবৎসর শীতকালে প্রদর্শনী উপলক্ষে কলিকাতায় অনেক বড় বড় লোকের আগমন হইতেছে। রাজপুত্র কনটের ডিউক ও ডচেস আসিতেছেন, পার্লেমেন্টের অনেক গণ্য সভ্যের আগমন হইবে, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা জর্জ মুলারও সস্ত্রীক আসিবেন শুনা যাইতেছে।

এ বৎসর অনেক স্থানে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। যবদ্বীপে ১৪।১৫ ক্রোশের মধ্যে ১৬ টী আগ্নেয় গিরি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবার তাহার কোন কোনটী অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে। নথ্বাদ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া তাহার ধূম সিংহল ও করাচী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষের কোন স্থানে আগ্নেয় গিরির লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। তথায় এল এম এস শ্রেণীতে ৫টী রমণী শিক্ষা করিতেছেন। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ১টী মাত্র ছাত্রী, শীঘ্র যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। প্রবেশিকোত্তীর্ণাদিগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিলে হানি কি?

আগামী প্রদর্শনীতে স্ত্রীলোকদিগের রচিত শিল্পকার্য্য প্রদর্শনের বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে, এজন্য একটী স্ত্রী-সমিতি বসিয়াছে। এদেশের মহিলাগণ শিল্পবিদ্যায় যে অন্যান্য দেশের রমণীগণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন, তাহার যেন পরিচয় দিতে পারেন।

শিক্ষার সুফল।

শিক্ষার অর্থ কি? কতকগুলি গ্রন্থ পড়িলেই শিক্ষা লাভ করা যায় না। শিক্ষার অপর এক অর্থ আছে, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। সংগীত বিদ্যার বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক। এক ব্যক্তি অতি শৈশব কাল হইতে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট বাস করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে বেড়াইয়াছে, গীত বাদ্য যেখানে হইয়াছে সর্ব্বদা সেরূপ স্থানে উপস্থিত থাকিয়াছে, অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতি দিন গলা সাধিয়া গান করিয়াছে, এখন সে ব্যক্তি যদিও আমাদের সমবয়স্ক, তথাপি সে আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণে সংগীতের রসজ্ঞ,

আমরা সে রসে বঞ্চিত। সেই ব্যক্তির সহিত আপনাদিগের তুলনা করিলে কি বলি? আমরা বলি, সে ব্যক্তি সংগীত শিক্ষা করিয়াছে, আমরা শিক্ষা করি নাই। এখানে শিক্ষাশব্দের অর্থ কি? শিক্ষার অর্থ এই যে মানবমাত্রেরই মনে সুস্বরের রসাস্বাদের শক্তি আছে, সেই ব্যক্তি সেই শক্তিকে অভ্যাস ও চর্চ্চার গুণে বিকাশিত করিয়াছে। চিত্রবিদ্যার সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ব্যক্তি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধের শক্তি যেরূপ প্রবল অপর সাধারণের সে শক্তি সেরূপ প্রবল নহে। যাহার সৌন্দর্য্য বোধের শক্তি ছিল না, চিত্রবিদ্যা যে তাহাকে সে শক্তি দিল তাহা নহে, কিন্তু মানবমাত্রেরই অন্তরে যে সৌন্দর্য্য বোধের শক্তি আছে, তাহাই বিকাশিত করিল। অতএব শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। মানবের হৃদয়মনে যে সকল শক্তি ও সৎপ্রবৃত্তি পরমেশ্বর দিয়াছেন, তাহার বিকাশ করিয়া মানব-চরিত্রকে সুন্দর ও রমণীয় করা শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।

মানব যখন সুশিক্ষিত হয়, অর্থাৎ তাহার চিন্তাশক্তি এবং হৃদয়ের সাধুভাব সকল যখন শিক্ষাগুণে বিকাশিত হয়, তখন সেই শিক্ষা চরিত্রের নানা প্রকার সুলক্ষণে প্রকাশ পাইতে থাকে। আমরা অদ্য তাহার কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম, শিক্ষার প্রধান সুফল এই দেখিতে পাই যে মানব ইহার গুণে ধর্ম্মনিয়মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করে। যে গূঢ় মঙ্গল নিয়মে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, যাহাতে জনসমাজ সুরক্ষিত হইতেছে, সেই মঙ্গল নিয়ম লক্ষ্য করিতে ও উজ্জ্বল ভাবে দর্শন করিতে পারা বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির কর্ম্ম। যাহাদের বুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন, যাহারা জ্ঞানালোকে বঞ্চিত, যাহাদের চিন্তা ও আত্মদর্শনের শক্তি বিকাশিত হয় নাই, গভীর রূপে প্রকৃতি ও তাহার শক্তিপুঞ্জের তত্ত্বালোচনা করা যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা এই সকল ধর্ম্ম নিয়মকে সত্য বলিয়া প্রতীতি করিতে পারে না, কারণ তাহারা নিমগ্ন হইয়া চিন্তা করে না। প্রকৃত শিক্ষা মানবের চিন্তা শক্তিকে প্রখর করে, অন্তর্দৃষ্টিকে প্রবল করে, তত্ত্বজ্ঞানকে উজ্জ্বল করে, সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শনে ধর্ম্ম নিয়ম সকলকে সার বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন।

মানব যত প্রকার অন্যায়াচরণ করে, কিম্বা দুষ্ক্রিয়াসক্ত হয়, তাহার অধিকাংশই ধর্ম্ম নিয়মে বিশ্বাস না থাকাতে। মানুষ নানা প্রলোভনে পতিত হইলে মনে করে যে অসত্য এবং অসাধুতা দ্বারাও এজগতে লাভবান্ হওয়া যায়, তাহাতেও সুখ আছে, এই জন্যই সত্য ও সাধুতার উপর স্থিরনির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। অশিক্ষিত স্থূলদর্শী লোকেরা সহজেই এই মহাভ্রমে পতিত হয়।

আমাদের চিত্তকে এরূপ ভ্রম হইতে রক্ষা করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা বাস্তবিক সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্তে ও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারা সত্য ও সাধুতাকে অতি প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

প্রকৃত শিক্ষার দ্বিতীয় সুফল বিনয়। কোন ব্যক্তির শিক্ষার মূলে দোষ আছে কি না জানিতে যদ ইচ্ছা হয়, তাহার একটী সহজ উ ায় আছে। সে ব্যক্তি সেই শিক্ষার অহঙ্কার করে কি না দেখ। যদি দেখ সে নিজ গৌরবে নিজে স্ফীত, আপনাকে মনে মনে বড় বলিয়া মনে করে, গর্ব্বিতভাবে চলে, গর্ব্বিত ভাবে কাজ করে, গর্ব্বিত ভাবে লোকের সহিত আলাপ করে, তবে নিশ্চিত জানিও তাহার শিক্ষা কুশিক্ষা হইয়াছে। সে নামে মাত্র শিক্ষিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষাতে আত্মদর্শনের শক্তিকে উজ্জ্বল করে, যাঁহার আত্মদর্শনের অভ্যাস আছে, তিনি কখনই আপনার গুণাবলী দেখিয়া স্ফীত হন না। নিজের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি সকল তাঁহার উত্তম রূপে বিদিত থাকে, সুতরাং তিনি সর্ব্বদা বিনীত। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা কখনই মিটে না। তিনি সর্ব্বদাই আপনার অজ্ঞতা দেখিয়া লজ্জিত। এ বিষয়ে একটী গল্প আছে। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে সক্রেটিস নামে একজন মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মত সুধী ব্যক্তি প্রাচীন কি বর্ত্তমান কালে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান প্রভাতে সমগ্র গ্রীস দেশ আলোকিত হইয়াছিল। একদিন এই দৈববাণী হয় যে সক্রেটিস সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত। এই দৈববাণীর কথা শুনিয়া সক্রেটিস নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "দৈববাণী আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত বলিল কেন?" এই বলিয়া তিনি সকল শ্রেণীর বড় লোকদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কি কবি, কি শাসনকর্ত্তা, কি শিল্পী, কি গ্রন্থকর্ত্তা সকল শ্রেণীর লোকেই নিজ গুণ গরিমা লইয়া ব্যস্ত; আপনাকে হীন মনে করিয়া লজ্জিত, এরূপ এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বলিলেন "বুঝিলাম দৈববাণী সত্য কথাই বলিয়াছে। ইহারা কেহই কিছু জানে না, অথচ বুঝে না যে ইহারা কিছু জানে না। আমিও কিছু জানি না, তবে আমি বুঝি যে আমি জানি না। আমার নিজের মূর্খতা আমার নিকট প্রচ্ছন্ন নয়, এই বিষয়ে অপরের সহিত আমার প্রভেদ দেখিতে পাইতেছি।" বাস্তবিক প্রকৃত শিক্ষার সহিত বিনয় সততই সম্বদ্ধ দেখা যায়।

প্রকৃত শিক্ষার তৃতীয় সুলক্ষণ নীচাশয়তার বিনাশ। শিক্ষার গুণে লোকে নানা বিষয় জ্ঞাত হয়, হৃদয়ের প্রীতি বিস্ফারিত হইয়া নানা বিষয়ে ব্যাপ্ত হয়.

সুতরাং ক্ষুদ্রাশয়তা থাকে না। আমাদের দেশের অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগের একটা অখ্যাতি এই রটনা হইয়াছে যে তাঁহাদের জন্য গৃহের শান্তি রক্ষা করা ভার। তাঁহারা সতত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন। যে সকল বস্তু অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য, সেই সকল বস্তুর জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং সে জন্য সর্ব্বদাই কলহ করিয়া থাকেন। ইহার সহিত তুলনায় পুরুষদিগকে অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, বলেন দশজন পুরুষ যদি একত্রে বাস করেন, তাঁহারা কেমন সদ্ভাবের সহিত বসবাস করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া তাঁহাদিগকে বিবাদ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি কি নীচ, তাঁহাদের জ্বালায় সুখে সংসার করিবার যো নাই। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহা স্ত্রীপ্রকৃতির দোষ নহে, শিক্ষার অভাবের ফল। যাহাদের শিক্ষা নাই, তাহাদের মন যে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

প্রকৃত শিক্ষার চতুর্থ সুলক্ষণ আত্মশাসনের শক্তি। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকের আত্মশাসনের শক্তি নাই, তাহারা আপনাদিগকে দমন করিয়া ধর্ম্মপথে রাখিতে পরে না, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহারই প্রদর্শিত পথেই ধাবিত হয়। সৎশিক্ষা বিশুদ্ধ জ্ঞান দিয়া মানবাত্মাকে সেই শক্তি প্রদান করে। শিক্ষার গুণে মানব আপনার প্রবৃত্তি স্ববশে রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হন।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মহিলা শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের চরিত্রের এই সকল সদ্‌গুণ যদি প্রকাশ না হয়, তাহাহইলে লোকসমাজে তাঁহাদের শিক্ষা কুশিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেবল কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ করাকে যেন তাঁহারা শিক্ষা বলিয়া [illegible] না করেন, যেন নিজ জ্ঞানের অল্পমাত্র প্রভা দেখিয়া স্ফীত ও গর্ব্বিত না হন, কিন্তু শিক্ষার গুণে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ সদ্‌গুণে নিজ অন্তরকে বিভূষিত করিয়া যেন শিক্ষার প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে পারেন।

পিপীলিকা।

পিপীলিকাদিগের গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী অতিশয় সুন্দর। একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে কত বুদ্ধিকৌশল ও কত দক্ষতা প্রকাশ করে। সাধারণতঃ ইহারা মৃত্তিকার উপরে বাসস্থান নির্ম্মাণ

করিয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন জাতীয় পিপীলিকারা বৃক্ষকোটরেও বাসস্থান প্রস্তুত করে।

মৃত্তিকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় ইহারা কর্দ্দম, কঠিন মৃত্তিকা, বৃক্ষের শিকড়, পাতা ও তৃণাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষ কোটরে গৃহনির্ম্মাণ কালে, ভিতরকার কাষ্ঠ কুরিয়া ফেলিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়া লয়। খিলান প্রস্তুত করিবার সময় কেবল এক প্রকার নরম কাদা ব্যবহার করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গৃহনির্ম্মাণ করিবার জন্য এক সম্প্রদায় পিপীলিকা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে। ঐ পিপীলিকারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল রাজমিস্ত্রী ও অপর দল সূত্রধার অথবা ছুতোর। সূত্রধারদিগের অপেক্ষা রাজমিস্ত্রীরা অধিক বলশালী ও কার্য্য-নিপুণ।

পিপীলিকারা মাটীর উপরে যে ঘর বাঁধে, তাহা দেখিতে অনেকটা গুম্বজের ন্যায়। ঐ গুম্বজ দুই হইতে বার হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে এরূপ গুম্বজ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে একজাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহারা পাঁচ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ গুম্বজ প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপ গুম্বজ নির্ম্মাণে দক্ষিণ আমেরিকার আমেজন নদীর তীরস্থ পিপীলিকারাই প্রসিদ্ধ। অনেক সময় ঐ গুম্বজের অর্দ্ধেকটা মাটীর ভিতর পোতা থাকে। পিপীলিকা-গৃহ অনেক তলে বিভক্ত। প্রত্যেক তল অসংখ্য ঘরে পরিপূর্ণ। মাটীর বাহিরের দেওয়াল এক হইতে তিন সূতা পর্য্যন্ত চওড়া। ভিতরকার দেওয়ালগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক কম চওড়া; এমন কি অনেক সময় আধ সূতা প্রমাণ চওড়া হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে থাম দিয়া ঘরের ছাদ রক্ষিত হয়। কামরা গুলির আয়তন সকল সময় একরূপ নহে। প্রত্যেক কামরারই পাশের কামরার সহিত যোগ থাকে। কামরাগুলি উচ্চে দুই অঙ্গুলা এবং লম্বে ও চওড়ায় তিন হইতে ছয় অঙ্গুলী পর্য্যন্ত দেখা যায়। পিপীলিকারা ঐ কামরার ভিতর, নানারূপ আসবাব রাখিবার স্থান ও গ্যালরী প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ বাড়ীর দুইটী সদর দরজা থাকে, একটী মাটীর ভিতর দিয়া, অপরটী উপরে। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহা অপেক্ষা বেশী দরজাও দেখা গিয়া থাকে। ইহারা কখনও ঘরে জানালা রাখে না। যদি কখনও জানালা রাখে, তাহা এমন কৌশলের সহিত প্রস্তুত করে যে কোন ক্রমে ঘরের ভিতর বাতাস কিম্বা জলের ঝপটা প্রবেশ করিতে পায় না। পিপীলিকারা কিরূপে ঘর প্রস্তুত করে তাহা এখনও বলা হয় নাই। প্রথমে ইহারা যেখানে কঠিন মাটী আছে, এরূপ একটী স্থান বাছিয়া লয়। স্থান ঠিক হইলে, খানিকটা ভিতরকার মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্তের মত

করে। তার পর সেই গর্ত্তের চারি দিকে ৩॥ হাত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী গোলাকার মাটীর রেখা দেয়। ইহার পরেই গাঁথনি আরম্ভ হইলে এক দল গাঁথিতে থাকে, এক দল খুব চূর্ণীভূত মাটীর গুঁড়া আনিয়া দেয়, এবং অপর এক দল, ঐ সকল গুঁড়া সংলগ্ন করিবার জন্য নরম কাদা কিম্বা বৃক্ষবিশেষের আটা বহিয়া আনে। এইরূপে সমুদয় গাঁথনি শেষ হইলে বালি জমাট ও চুণকামের কাজ আরম্ভ হয়। বালিজমাট ও চুণকামের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে ইহারা সত্য সত্য আমাদের ন্যায় বালি ও চুণ ব্যবহার করে। ঘরের বাহিরে প্রলেপ দিবার জন্য পিপীলিকারা মাটী, আটা ও অন্যান্য কতকগুলি জিনিস মিশাইয়া একরূপ জমাট প্রস্তুত করিয়া লয়। যদিও হাত না থাকাতে ইহারা জমাট লেপিয়া দিতে পারে না, কিন্তু মুখের দ্বারা পিপীলিকারা ঐ কাজ এত সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, যে দূর হইতে উহাদের গুম্বজাকৃতি সুন্দর বাড়ীগুলি দেখিলে বোধ হয় কে যেন হাত দিয়া উপরিভাগে লেপ দিয়া দিয়াছে। গাছের ভিতরে পিপীলিকারা যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাতে ইহাদের তত দক্ষতা প্রকাশ হয় না।

এইবার পিপীলিকাদের আহারের বিষয় কিছু বলিব। মানুষের মধ্যে যেমন আহার বিষয়ে তিন রকম লোক দেখিতে পাওয়া যায়, পিপীলিকাদিগের ভিতরও ঠিক ঐরূপ। এক শ্রেণীর পিপীলিকা শুদ্ধ মাংসভোজী, এক শ্রেণী শুদ্ধ নিরামিষভোজী ও অপর শ্রেণীর পিপীলিকারা উভভোজী অর্থাৎ তাহারা আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর পিপীলিকাই অধিক। পিপীলিকারা সর্ব্বাপেক্ষা চিনিতে অধিক ভক্ত। এই জন্য যে যে বস্তুতে চিনির অংশ আছে, তৎসমুদয়ই ইহাদের খাদ্য হইয়া থাকে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, যেখানে চিনির একটু নাম গন্ধ আছে, ইহারা দলে দলে সেইখানে গিয়া জড় হয়। ইহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ঘ্রাণশক্তি কত অধিক, তাহা নিম্নস্থ গল্পটী পাঠ করিলে বিলক্ষণ বুঝা যাইবে। এক জন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা করিবার জন্য খানিক চিনি [illegible] বাঁধিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন. রাখিবার সময় ঘরে একটীও পিপীলিকা ছিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রভুরা টেবিলের উপর দর্শন দিলেন। ক্রমে ক্রমে চিনির পুটুলীটী পিপীলিকায় ঢাকিয়া গেল। তাহার পর সাহেব পুটুলী হইতে পিপীলিকা গুলি ছাড়াইয়া লইয়া পুটুলীটী টেবিলের তিন হাত উপরে ঝুলাইয়া রাখিলেন। পিপীলিকারা তখনও নিরস্ত নহে। প্রথমে তাহারা মনে করিল যে অল্প উর্দ্ধেই তাহাদের খাদ্যটী রক্ষিত হইয়াছে। অনেক ষড়যন্ত্রের পর সকলে শৃগালেরা যেরূপ কাঁঠাল

পাড়িয়া থাকে, সেই রূপে ক্রমে ক্রমে উপরি উপরি চড়িতে লাগিল, ইচ্ছা এই রূপে খাদ্য জিনিষ হাতে পাইবে। পাঠিকারা অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন, যে বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে আশা করা পিপীলিকার উচিত হয় নাই। এরূপে কার্য্য সমাধা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ৫।৬ অঙ্গুলী উচ্চ হইলেই পিপীলিকাস্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়ে। সাহেব এই পর্য্যন্ত দেখিয়া এক ঘণ্টার জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। একঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, টেবিলের উপরে একটী ও পিপীলিকা নাই। পাঠিকারা বলুন দেখি, তাহারা কোথায়? তাহারা বামন হইয়া চাঁদ ধরিয়াছে—তাহারা দেওয়াল ও কড়ি বাহিয়া চিনির পুটুলীতে গমন করিয়াছে। মানুষে যে সমুদয় জিনিষ খায়, উভভোজী পিপীলিকারা প্রায় সেই সমুদয় জিনিষ খাইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা অন্নের তত ভক্ত নহে। এইবারেই পাঠিকারা আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, পিপীলিকাদিগের উপর ততোধিক চটিয়াছেন—হয়ত ভাবিতেছেন কি, এত বড় স্পর্দ্ধা যে অন্নের নাম শুনিলে আমাদের জিহ্বা জলে পূর্ণ হয়, পিপীলিকারা কি না তাহা ভাল বাসে না! সে যাহাহউক অদ্য পর্য্যন্ত দিয়া অদ্যকার মত প্রস্তাব শেষ করা গেল।

কৃষক বালা।

(২২৫ সংখ্যা ১৮০ পৃষ্ঠার পর)

অনল ও কৃপাণ।

বিহায়স* কোণে ডুবিল তপন,
কনকের থালা সাগরে যেমন;
মেদিনী উরসে,†
জোনাকী ঝলসে,
তারার মেখলা‡ পরিল গগন। ১

কৃষক নগরে উৎসব অপার,
ঘরে ঘরে আলো কুটীরে সবার;
কারু মুখে হাসি;
কেহ ফুঁকে বাঁশী,
কেহ বা সংগীতে খেলিছে সাঁতার। ২

এসময়ে চারু কতই ভাবিছে,
কতই হৃদয়ে ভাঙিছে গড়িছে;
কভু গড়ে আশা,
কভু ভাল বাসা,
নিরাশা সলিলে কভু বা ডুবিছে। ৩

কালি হতে চারু কুমারী সে নয়,
কালি জীবনের নব অভিনয়;
কালি নব ভূষা,
পরিবেন উষা,
নব দিনমণি হইবে উদয়। ৪

---

* পশ্চিম দিক। † বক্ষে। ‡ চন্দ্রহার।

সোদর অধিক যোগীশ তাহার,
তারি সনে কালি বিবাহ বালার ;
আগেকার ভাব,
হবে তিরোভাব,
নব ভাব হৃদে খেলিছে সৌহার্দ । ৫

যোগ দাদা বই জানিত না যায়,
কেমনে বরণ করিবে তাহায় ?
বরমালা গলে,
দিবে সে কি বলে,
হানি বাজ অহো ! লাজের মাথায় ? ৬

ভাবিয়া কুমারী মুদিল যেমন,
শতদলনিভ যুগল নয়ন,
ঘুমের আবেশে,
এলায়িত কেশে,
নারী রূপ এক করিলা লোকন । ৭

এয়ত্তি লক্ষণ শরীরে উহার,
সিঁদূরের ফোঁটা শাঁখা শাড়ী আর ;
আসি যেন পার্শে,
মৃদু মধু ভাষে,
কহিলা ভারতী অমৃতের ধার । ৮

"মা বলিয়া কোলে আয় যাদুমণি,
আমি অভাগিনী তোররে জননী ;
না হেরিয়া তোরে,
সদা আঁখি ঝোরে,
নয়নের তারা তুইরে বাছনি । ৯

দুধের শিশুটী আছিলি যখন,
পাষাণীর মত তেজিনু তখন ;
হেরি আজ তোরে,
বিপদের ঘোরে,
আসিয়াছি এই কহিতে বচন । ১০

"কি ভাবিস মনে বাছারে আমার,
এ ছার ভাবনা কর পরিহার ।
জেনো এই মনে,
সংসার কাননে,
শমন সোসর যোগীশ তোমার । ১১

সাবধান বাছা ! জীবনের দায়,
ভুলে কাল সাপে ছুঁওনা উহায় ;
করি হেয় বোধ,
মাতৃ উপরোধ,
দেবতার কোপ লইওনা মাথায় ।" ১২

বলিয়া যেমন বিলীন ললনা,
জাগিলা কুমারী চকিত নয়না ;
শুনিলা অমনি,
অসি ঝনঝনি,
সৈনিকের নাদ, সমর বাজনা । ১৩

শিয়রে জনক ডাকেন সঘন,
" উঠো মা আমার কাঙালের ধন,
বিষম অরাতি,
পর্টুগীজ জাতি
মজাইল দেশ, কর পলায়ন । ১৪

উঠো চারুশীলা, যায় কুল মান,
জনমের মত করহ পয়ান ;
হা ধিক বণিক !
পিশাচ অধিক !
হা ধিক যবন ! নিরেট পাষাণ । ১৫

উঠো মা আমার পরাণ পুতলি,
থাকুক জীবন যাউক সকলি ।"
বলিতে, বলিতে,
যুগল আঁখিতে,
সলিলের ধারা পড়িল উছলি । ১৬

শিহরিল চারু; যেন সহসায়,
আকাশ ভাঙিয়া পড়িল মাথায়;
সুধিলা বালিকা,
"কোথা ধবলিকা,
কহ পিতঃ, এবে যোগীশ কোথায়?"১৭

গরজিলা পিতা "কি চাহিস্ আর;
বাঁচো যদি দেখো পথ আপনার;
জানিনা যোগীশ,
গেছে কোন দিশ,
ধেনু ধবলিকা গোহালী মাঝার।১৮

কি চাহিস্ বাছা! যায় জাতি মান!
ওই সেনাকুল! ভীষণ কৃপাণ!
হা ধিক বণিক!
পিশাচ অধিক!
হা ধিক্ যবন নিরেট পাষাণ!" ১৯

হেথায় সমরে সাজিল বহুল,
কৃষক যুবক যম দূত তুল;
যবন নিপাত
কিংবা দেহপাত,
ভাবি এই সার যুঝিল তুমুল। ২০

পর্টুগীজ সেনা সমরে করাল,
সাজোঁয়া শরীরে, করে অসি ঢাল;
কৃষক সবার,
ভীম হাতিয়ার,
কুঠার, কোদালী, লাঙল, জোয়াল। ২১

গরজিয়া দোঁহা যুঝিলা ভীষণ,
খর করবালে,
লাঙলের ফালে,
উঠিল শবদ ঝনন্ ঝনন্।২২

বাধিল আহব* দেবের অতীত,
নদী কল কলে বহিল শোণিত;
জয় পরাজয়,
চির কারু নয়;
ক্ষণে কেহ জয়ী, ক্ষণেকে বিজিত।২৩

আকাশের শশী গড়ায়ে পড়িল,
শত শত তারা ভাতিল নিবিল;
শত শত বীর,
ত্যেজিল শরীর;
কৃষক গরিমা অটল রহিল। ২৪

অবশেষে সেনা হতাশ হৃদয়,
তেয়াগিল অসি মানি পরাজয়;
তা দেখি কৃষক,
লভিলা পুলক,
ঘোষিলা সঘনে ভারতের জয়।২৫

জয় ভারতের, ধরমের জয়
জয় কৃষকের, দেবতার জয়!
সে নিনাদ শুনি,
মনে শুভ গণি,!
দিলা হুলাহুলি কুলবতী চয়। ২৬

তবে কেবারোলা† চাহি চারিদিক,
গরজিলা ঘোরে "হা ধিক সৈনিক!
ধিক বীরপণা,
কৃপাণ চাসনা!
ধিক ও জীবন পশুর অধিক।২৭

পর্টুগীজ নামে কালী মাখাইলি,
লাঙলের ভয়ে অসি তেয়াগিলি,

* যুদ্ধ। † পর্টুগিজ সেনাপতি।

কেশরী হইয়া,
আপনা ভুলিয়া,
শৃগাল সমরে পিঠ দেখাইলি। ২৮

হাসিল ভারত, জগৎ হাসিল!
হাসি ওই শশী ঢলিয়া পড়িল!
যুনানী গৌরব,
হলো পরাভব,
গিরি চূড়া যেন কুলিশে ভাঙিলো। ২৯

চারি রণপোত ঝটিকার ভরে,
ডাইয়াস* সহ ডুবিল সাগরে;
তোরা কেন ছিলি,
কেন না ডুবিলি,
কেন না মরিলি জননী জঠরে? ৩০

কি ছার জীবন অরাতি বিজিত,
দেবতা, দানব, পশুর ঘৃণিত!
রণ তেজি অসি,
মাথালি যে মসী,
নিজ লোহে পুনঃ করহ ক্ষালিত। ৩১

কি চাহিস ভীরু, কি ভাবিস আর,
লহ পুনঃ ঢাল, খোল তরবার!
অনল শিখায়,
করবে সহায়,
কৃষক নগর হোক ছার খার। ৩২

শিশু কি রমণী না করো বিচার,
না করিহ ভেদ পশুপাখী আর;
কুটীর বা গোলা,
গোধূম কি ছোলা,
হুতাশনে দেও আহুতি সবার।" ৩৩

একে সেনাকুল হৃদয় কঠোর,
তাহে সেনানীর অনুমতি ঘোর;
স-অনল অসি,
ঘরে ঘরে পশি,
পৈশাচ আমোদে হইলা বিভোর। ৩৪

ছেদনীর মুখে ওষধি যেমন,
ঝড় মুখে যথা কদলি-কানন;
পড়িল তেমনি,
কত যে রমণী,
কতই বা শিশু কে করে গণন? ৩৫

কৃষকের বল টুটিল এবার,
যেথায় সেথায় ঘোর হাহাকার;
গোহাল বাগান,
ভীষণ মশান!
কুটীর হইল কসাই আগার। ৩৬

আকাশ পাতাল করিয়া গরাস,
লক লক শিখা ছুটিল হুতাশ *:
নাদে সেনাদল,
ক্ষিতি টল মল;
দিবি† নাগ লোকে লাগিল তরাস। ৩৭

গোহাল, বাগান, ক্ষেত, বাড়ী ঘর,
সকলি আগুন চিতার সোসর;
দেখিতে দেখিতে,
অনল অসিতে,
সাহারার মরু কৃষক নগর। ৩৮

* পর্টুগিজ পোতাধ্যক্ষ।

* অগ্নি। † স্বর্গ।

নিশীথ চিন্তা।

আশা।

পার্থিব জীবনের একটী ভাব বড়ই মধুর, আর বড়ই প্রীতিকর। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি ধার্ম্মিক, কি পাপিষ্ঠ সকল অবস্থার সকল লোকের নিকটই উহা অতীব মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ—জীব সাধারণের শান্তি ও সুখভোগের এমন আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। যদি পৃথিবীতে ক্ষণকাল তরেও উহার অভাব উপস্থিত হয়, তাহাহইলে চতুর্দ্দিকে প্রাণী মাত্রেরই অন্তরের অভ্যন্তর দেশ হইতে এমনি এক অভিনব আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনি উথিত হয় যে তাহাতে সর্ব্বংসহা বসুন্ধরাও অস্থির হইয়া থরহরি কম্পিত হইতে থাকে।

পার্থিব জীবনের এই অবলম্বনের নাম আশা। যে স্থানে আশা নাই, সে স্থান গরলপূর্ণ, সে স্থান নরক নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। মহাকবি মিল্টন নরকের ভীষণত্ব বর্ণনস্থলে সয়তানের মুখ হইতে বড়ই সুন্দর একটি কথা বাহির করিয়াছেন। সয়তান ও তদীয় অনুবর্ত্তিগণ হস্তপদবদ্ধ হইয়া নরকগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল,. চতুর্দ্দিক হইতে অগ্নিরাশি হূহূ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল, সকলেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। অননুভূতপূর্ব্ব এই দৃশ্য সুদৃঢ়মনা সয়তানের লৌহ-হৃদয়কেও চঞ্চল করিল, বিলাপ-ধ্বনি আপনা আপনি তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া নরকের ভীষণত্ব আরও বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। সেই বিলাপের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া বড়ই গম্ভীর আর বড়ই বিষণ্ণ অন্তরে সয়তান অনুভব করিল "Hope never comes, that comes to all" যে আশা সকলেরই সমীপস্থ হয়, এখানে কখনও তাহার সমাগম নাই। এই একটী কথায় তাহার মানসিক অবসাদের কতদূর পরিচয় দিয়াছে, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বস্তুতঃ আশা জীবনের প্রধান অবলম্বন। ভূশায়িনী কৃষকবালা হইতে স্বর্ণ-পর্য্যঙ্ক-বিহারিণী রাজরাজেশ্বরী পর্য্যন্ত এই দেবীর শ্রীচরণে ভক্তি অঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। রোগীর আশা রোগমুক্ত হইবে, শোকীর আশা শোক প্রশমিত হইবে, প্রণয়ীর আশা একদিন প্রণয় বৃক্ষে সুফল ফলিবে, আর পৃথিবীতে যিনি অনবরত অবিচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করিয়া আসিতেছেন, যাহার ভবিষ্যৎও প্রগাঢ় তমসাবৃত, তাহারও আশা মৃত্যু আসিয়া

একদিন তাহার সমস্ত দুঃখ অবসান করিয়া দিবে। এইরূপ দেখিতে পাই জীবনেও আশা, মৃত্যুতেও আশা, অশনে শয়নে আলাপে বিলাপে সর্ব্বকার্য্যেই আশা—ভূলোক আশাময়।

আশার সহিত পাপপুণ্যেরও বিলক্ষণ সংস্রব রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। আশা পাপেরও সহচরী, পুণ্যেরও সহচরী। তস্কর চৌর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আশা—কিছু অর্থ লাভ হইবে; কিন্তু যেখানে পাপ, সেখানেই ভীতি; সুতরাং এই প্রকার আশার সহিত বিপদ এবং দুঃখেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষিত হয়। আশা পুণ্য কার্য্যের প্রধান সহায়। ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ ঈশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিয়া সমস্ত স্বার্থে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহারই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন, আশা—তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিবেন, পরকাল সুখের হইবে। ঘোর পাতকী পাপপঙ্কে ডুবিয়া পাপানলে দগ্ধ হইতেছিল, বিবেকের বিকট ভ্রূভঙ্গি ও দংশন তাহাকে অস্থির করিতেছিল, সহসা তাহার কি মনে জাগিল, সে সমস্ত প্রলোভনে পদাঘাত করিয়া করযোড়ে সজল নয়নে আকাশ পানে চাহিল, আর মনে ভাবিল "ঈশ্বর দয়ার সাগর, আমাকে দয়া করিবেন" এই আশা তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে লইয়া গেল, এই আশাতেই পাপ পুণ্যের নিকট পরাজিত হইল। যদি পাপীর হৃদয়ে ঐ আশা না থাকিত, তাহাহইলে কখনও সে পাপের প্রলোভন এড়াইতে পারিত না।

আশার সহিত সময়ের চিরশত্রুতা। আশার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ থাকিয়াই জীবন অতিবাহিত হয়—সময় কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, আশামুগ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়জনে তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন? বালক আশা করে—বড় হইব, লেখাপড়া শিখিব, ধনোপার্জ্জন করিব, কিন্তু যখন বড় হয়, শিক্ষা কার্য্য সমাধা হয়, ধনোপার্জ্জন করে, মোট কথা—ছেলে বেলা যাহা কিছু আশা করিয়া থাকে, যখন সমস্তই পূর্ণ হয়, তখনও কি সে "আশা পূর্ণ হইল" মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? কখনই নয়। তাহার পুনরায় আশা হয় আরও ধন উপার্জ্জন করিব, আরও লোকের নিকট মান্য, গণ্য, পূজনীয় হইব; এইরূপ আশা করিতে করিতেই জীবন অতিবাহিত হয়। যত দিন না জীবন দীপিকা নির্ব্বাপিত হয়, ততদিন আশা বায়ু তাহার সঙ্গ ছাড়া হয় না। এই আশার মোহিনী শক্তিতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি, সকলেই আশা করি "উন্নতি হইবে, সুখ হইবে" কিন্তু হায়! দিন যায়, বৎসর যায়, দেখিতে দেখিতে আয়ুকাল যায়, আশায় আশায় সমস্তই যায়, অথচ ভাবেতেছি না কি করিতে। আসিয়াছিলাম, কি করিলাম, আর কোথায় যাইব, কি হইবে? না জানি এমন দিন কবে আসিবে যে দিন সকলেই

নিজ নিজ অন্তরের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া ঐ কথা এক এক বার চিন্তা করিতে থাকিবে—যে দিন সকলেই চক্ষু উন্মীলন করিয়া জীবনের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইবে এবং স্বর্গীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার সহিত সমস্বরে বলিবেঃ—

দিন যামিন্যৌ সায়ংপ্রাতঃ
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

উপন্যাস।

কুললক্ষ্মী।*

(১৩৫ সংখ্যা ৬ পৃষ্ঠার পর)

বিনোদ বাড়ী হইতে পলাইয়া বিবাহ দায়ে নিষ্কৃতি পাইয়া একেবারে কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হয়। এবার তাহার বি, এ, পরীক্ষার বৎসর, অন্য ভাবনার সময় নাই, দিবানিশি পাঠের প্রয়োজন। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য বিনোদের

* অনেক দিন হইল "কুল-লক্ষ্মী" উপন্যাস বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা আমাদিগের কোন মাননীয়া ভগিনীর লেখা। তিনি অনবকাশ বশতঃ এত দিন আর কিছুই লিখিতে পারেন নাই, যাহাহউক এক্ষণে সত্বর উপন্যাসটী সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বপ্রকাশিত ভাগ অনেক পাঠিকার স্মরণ না থাকিবার সম্ভাবনা, এজন্য তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছেঃ—কুললক্ষ্মীর অপর নাম সরলা। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালার সাহবাজ নগর নিবাসী সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। এই ব্রাহ্মণটীর বয়স প্রায় ৫৯ বৎসর. ৩৫ টি বিবাহ হইয়াছে-পত্নীগণ প্রায় সকলেই পিত্রালয়ে বাস করেন, কেবল একটী দুষ্টা ভার্য্যা তাঁহার ঘর করিয়া থাকেন। গঙ্গোপাধ্যায় কুললক্ষ্মীর মাতাকে বিধিমতে যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে কুলকে চুরি করিয়া আনিয়া এই ভার্য্যার নিকট রাখেন। তাঁহার আশা ছিল কুল দ্বারা কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কিছু অর্থ লাভ করিবেন। হেমপ্রভা নামে ঐ রমণীর গর্ভজাত দ্বিতীয় কন্যাকেও তাঁহার অতি শোচনীয় অবস্থায় হরণ করিয়া প্রতিবাসী গদাধর চক্রবর্তীকে ২০০ টাকায় বিক্রয় করেন। গদাধর আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া তাহাকে আপনার গৃহে রাখেন। বিমাতার নিকট কুললক্ষ্মীর তাড়না গঞ্জনা ও দুঃখ কষ্টের শেষ ছিল না। বিনোদ নামক এক যুবক শৈশবকাল হইতে তাহাকে ভাল বাসিত, তাহার প্রতিই তাহার প্রণয় সঞ্চারিত হয়, সুতরাং সে অন্য বিবাহে সম্মত হয় না। ইহাতেই গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীর দারুণ কোপ। কুলকে কিছুদিন অনশনে গৃহরুদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহাতেও তাহার ভাবান্তর না দেখিয়া বিমাতা পাড়ার এক গুণনী স্ত্রীলোক দ্বারা তাহাকে এক তীব্র ঔষধ খাওয়ান। ইহার ফল পরে বর্ণনীয়। বিনোদের অভিভাবকেরাও তাহার অন্য বিবাহের সম্বন্ধ করেন. কিন্তু তিনি তাহা কাটাইয়া দিবার জন্য কলিকাতা প্রস্থান করেন।

ভাবনার সীমা নাই। প্রথম ভাবনা পাঠের এবং অন্যান্য ব্যয় কিসে নির্ব্বাহ হয়। বিনোদ বিবাহ না করাতে পিতা মহাশয় রাগত হইয়া খরচ বন্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাবনায় বিষয় সেই কৌলীন্য-পীড়িতা সরলা বালিকা। পাঠিকা কুললক্ষ্মী বিনোদের দ্বিতীয় ভাবনার বিষয়, একথায় তুমি কি রাগ করিবে? এটি আমার বলিবার ভুল, ভরসা করি মার্জ্জনা করিতে পার। কিন্তু বিনোদ বেচারা নির্দ্দোষী, সে তাহার সেই সরলাকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। যে মাতৃক্রোড়-অপহৃতা বালিকাকে বিনোদ ছোট বেলা কত কোলে করিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া দিয়াছে, কত ফুল কত পাতা কুড়াইয়া কত পুতুলের ঘর বানাইয়া যাহাকে খেলা দিয়াছে, কৈশোরে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য ছুটীর সময় নিজ হাতে কত পাতের তাড়ি কাটিয়া আনিয়াছে, তজ্জন্য পিতা মাতা কর্ত্তৃক কত প্রকারে তিরস্কৃত ও প্রহারিত হইয়াছে, প্রাণসম আদরের সেই সরলাকে কি বিনোদ ভুলিয়া যাইবে? হতভাগিনী কুল যাহার আশায় জীবন ধারণ করিতেছে, যাহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সেই কারাগার সদৃশ পিতৃগৃহ বাসের ক্লেশও সহ্য করিতেছে, সেই বিনোদ যদি সেই অভাগিনীকে ভুলিয়া যায়, তবে শুদ্ধ বিনোদকে কেন, সমস্ত পুরুষ জাতিকে ধিক্।

বিনোদ কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বদা ভাল ভাল লোকের নিকট যাওয়া আসা করিতেছে, কাহার সাহায্যে কিরূপে কুলকে কলিকাতায় আনিবে তাহাই বিনোদের প্রধান চিন্তা। অন্য দিকে অন্য চিন্তাও সহজ নয়। যে কয়টী টাকা স্কলারসিপ পান, তাহাতেই অনেক কষ্টে ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। পাঠের খরচ চালাইয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকে, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে খাওয়া পরার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। অনেকেই বিনোদকে পরামর্শ দেন যে পড়া ছাড়িয়া চাকরী কর। কিন্তু বিনোদের কোন মতেই সেটী মনঃপূত হইয়া উঠে না। বিনোদ খুব নিশ্চয় জানে যে দুরন্তস্বভাব সর্ব্বেশ্বর কুলকে বিবাহ দিতে পীড়ন করিতেছে, বিনোদ নিজেও বিবাহের জন্য নিপীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি পুরুষ, স্বচ্ছন্দেই পলাইয়া পার পাইয়াছেন, পরাধীনা বালিকার বিবাহ দায়ে নিষ্কৃতি পাইবার মৃত্যু ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? বিনোদ জানে যে কুল প্রাণ দিবে, তথাপি বিবাহে সম্মতি দিবে না, সুতরাং কবে সেই কুসুমকোমলা সরলা এই সংসার ছাড়িয়া বিনোদের সকল সুখ সকল আশা অতল জলে ডুবাইয়া প্রস্থান করিবে নিশ্চয় নাই। এই ভাবনায় বিনোদের দেহে আর প্রাণ ছিল না, তিনি প্রাণশূন্য দেহে কলের পুতুলের ন্যায় স্কুলে আসেন যান।

বিনোদ কলিকাতায় আসা অবধি কুলের পত্র পান না, নিজে যে পত্র

লিখিয়াছেন তাহারও উত্তর পান নাই। তাঁহার যাতনা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না। তাহার সমপাঠী বন্ধুবর্গের মধ্যে একটী বন্ধু বিক্রমপুর মধ্যপাড়া নিবাসী হরদেব রায়ের পুত্র। তিনি অতি উন্নত চরিত্রের যুবক। বিনোদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিল, তিনি বিনোদকে বলিলেন দেখ ভাই তোমার ক্লেশ আর দেখিতে পারি না। আমি কাল আমার মাতার নিকট তোমার সরলার কথা বলিয়াছিলাম, তিনি তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে তুমি যদি সরলাকে কোন রূপে আনিতে পার, তবে তিনি আপনার নিকট তাহাকে নিজ কন্যার মত রাখিবেন। তুমি জান আমি মায়ের এক মাত্র সন্তান, আমার বোন নাই, তাই মা সরলার কথা শুনিয়া বড় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মা বলিয়াছেন যে তিনি আনিবার খরচ দিবেন, তুমি কেবল আনিয়া দিবে।

সাক্ষাৎ দেবতা উপস্থিত হইয়া বর প্রদান করিলে বিনোদ যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, ললিতের মুখে একথা শুনিয়া তিনি তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন। বিনোদের মনে যে আনন্দের লহরী খেলিতে লাগিল, বিনোদের ক্ষুদ্র হৃদয় তাহা ধারণ করিতে অশক্ত। কৃতজ্ঞতা-সূচক একটী বাক্যও বিনোদ মুখে আনিতে পারিল না, কেবল দুটী চক্ষুর জলে তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। ললিত বলিল ভাই কেমন করিয়া এখন সেই বালিকাকে ভীষণ-স্বভাব পিতার হাত হইতে মুক্ত করিতে পারি, এস ভালরূপে পরামর্শ করি, এখন আর কাল বিলম্বের সময় নাই।

বিনোদ, "ভাই ললিত!" তুমি আজ আমার মৃত দেহে জীবন দান করিলে, এই সংসারে তোমাকেই যথার্থ বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম, এই জীবন মরু ভূমিতে কেহ এক বিন্দু বারি দান করে নাই, তুমি একবারে শীতল বারি ঢালিয়া দিলে। ভাই আমি কি বলিব? তোমার মাতাই প্রকৃত রমণীরত্ন; একটী অপরিচিতা দুঃখিনীর জীবন রক্ষণে যিনি কৃত-সঙ্কল্পা হইয়াছেন, সেই স্বর্গীয়া দেবীকে আমি মানব ভাষায় কি ধন্যবাদ প্রদান করিব? ভাই, তোমরা যদি আমার সহায় হইলে, তবে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি আর কিছু ভয় করি না, যেরূপে হউক সর্ব্বেশ্বর তাহাকে যেখানেই রাখিয়া থাকুক, যদি সরলা প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, (বিনোদের চক্ষে আবার জল আসিল) তবে তাহাকে কলিকাতায় নিশ্চয় আনিব।"

ললিত ও বিনোদ অনেকক্ষণ এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া যে যাহার ভবনে প্রস্থান করিল। এ দিকে হরদেব বাবুর গৃহিণী পুত্রের নিকট সরলার অবস্থা শুনিয়া

অবধি সর্ব্বদা ভারী উৎকণ্ঠিতা আছেন—কি রূপে স্বামীর নিকট একথা উপস্থিত করিবেন, এ বিষয়ে স্বামীর মত হয় কি না, তাহা প্রধান ভাবনার বিষয়। আজ শনিবার হরদেব বাবু আফিস হইতে একটু সকাল ২ বাসায় ফিরিয়াছেন। গৃহিণী ২।৪ দণ্ড পূর্ব্ব হইতে কর্ত্তার জলযোগের আয়োজন করিয়া বসিয়া পৈতার সুতা কাটিতেছেন। নব্যা পাঠিকা হাসিবেন না, হরদেব বাবুর গিন্নি কার্পেট বুনিতেও জানেন, কিন্তু পতি পুত্রের জন্য যজ্ঞোপবীত তিনি নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁহাকে সুতা কাটিতে হয়। হরদেব বাবুর বয়স একটু অধিক হইয়াছে, ষাটের কাছাকাছি, সুতরাং মিষ্ট সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিটুকু কিঞ্চিৎ অধিক। সত্বর হাতেমুখে জল দিয়া ক্ষুধার্ত্ত-জনোচিত ব্যগ্রতাসহ গৃহিণী-প্রদত্ত মণ্ডা সন্দেশাদির স্বাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী পাতের নিকট ব্যজন হস্তে শোভমানা হইলেন। মাছি বেটার সাধ্য নাই, এক কণিকা অপহরণ করে। গৃহিণী অনক্ষরা প্রাচীনা গোচের স্ত্রীলোক, কিন্তু স্বামীর প্রতি অসীম প্রণয়শালিনী, একমাত্র সন্তান ললিতের প্রতি একান্ত স্নেহবতী, সাংসারিক কার্য্যে সুদক্ষা এবং সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াবতী, তাহাতেই সরলার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল।—সরলা মাতৃহীনা, পিতৃস্নেহবঞ্চিতা, সমাজ-তিরস্কৃতা একথা শুনিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে। হরদেব বাবু হাইকোর্টের মোক্তার, বয়স থাকিতে প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, বাড়ীতে চকবান্ধা অট্টালিকা শ্রেণী; প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, তীরে শিব মন্দির ও বিপন্ন পথিক জনের জীবন স্বরূপ অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছেন, ১২ মাসের ১২ ক্রিয়া খুব সমারোহে না হউক, দস্তুর মত সম্পন্ন হইয়া থাকে; মাসী পিসী মামী ইত্যাদি নিরাশ্রয় কুটুম্বিনী গণ বাটীতে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে হয় না। গৃহিণীর অনেক সন্তান মরিয়া ললিত। সেই একমাত্র হৃদয়রত্নটীকে বিদেশে রাখিয়া গৃহিণীর কোন মতেই বাটীতে মন টিকে না, বিশেষতঃ বৃদ্ধ স্বামীর সেবা শুশ্রূষা না করিয়া বাড়ীতে বসিয়া অন্ন ধ্বংস করা গৃহিণীর বড় মনঃপূত হইয়া উঠে না, তাই তিনি স্বামিপুত্র লইয়া কলিকাতাতেই থাকেন। তাঁহাদের বাসাটী ভবানীপুরে। তিনি সেকেলে মেয়েদের মত গৃহকার্য্যে যত্নবতী বলিয়া কতক গুলি দাসী চাকর রাঁধুনী রাখিতে হয় নাই; বাবুর একটী মাত্র চাকর আছে, সে বাবুর জল গামছা তামাকু যোগায়, বাজার করে, বাসায় পাহারা দেয়। একটী বৃদ্ধা দাসী আছে, সে কেবল কথার দোসর, হরদেব বাবুকে সে ছোট দেখিয়াছে, সুতরাং সে গৃহিণীর সাক্ষাৎ শাশুড়ী স্বরূপ, তাহাকে

গৃহিণী প্রাণান্তে কোন কাজের ফরমাইস করেন না। তিনি দুই বেলা পরিপাটী-রূপে দ্রৌপদীর মত অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করেন, স্বামী পুত্রের বৈকালিক জল খাবার জিনিষ স্বহস্তে প্রস্তুত করেন; ক্ষুদ্র বাসাখানি গৃহিণীর পরিচ্ছন্নতা গুণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, একটু সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। গৃহ-প্রাঙ্গণে নানাপ্রকার ফুলগাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, আলবালে গিন্নির সেবাপুষ্ট তুলসী বৃক্ষটী মঞ্জরীতে শোভিত হইয়া একটী সুন্দর মৃদু সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। কর্ত্তা গিন্নি প্রত্যহ পুষ্প চয়ন করিয়া সকাল বেলা আপন অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কর্ত্তা গিন্নি খাঁটি হিন্দু—হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহাদের স্থির আস্থা। গিন্নি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী। অনেক গুলি সন্তান মরিয়া যাওয়াতে তিনি সর্ব্বদা মলিন মুখে থাকিতেন, যেন একটী শান্তির প্রতিমা। কর্ত্তায় গিন্নিতে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়ের অভাব ছিল না, উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র ললিতও সুপুত্র। স্কুলে তিনি সর্ব্বপ্রধান ছাত্র, তিনি বি৹ পড়েন, প্রত্যেক পরীক্ষায় স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; দেখিতে অতি সুপুরুষ, পিতা মাতার ন্যায় নিতান্ত উদারমনা ও পরোপকারী। তিনি আপন বন্ধু দিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার দয়াতে বিনোদকে উপবাসে থাকিতে হয়না, প্রায়ই ললিত বিনোদকে নিমন্ত্রণ ছলে আপন বাসায় আনিয়া আহার করান। গৃহিণীর ঘর কন্নার কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠিকা! ভরসা করি এই শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পরিবারটীর বৃত্তান্ত শুনিয়া বিরক্ত হন নাই।

গৃহিণী কর্ত্তার নিকট কুললক্ষ্মীর বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন, বলিতে বলিতে গৃহিণীর কোমল চক্ষে মাঝে মাঝে জল আসিতে লাগিল। কর্ত্তাও অত্যন্ত দয়ালু, বিশেষ গিন্নিকে তিনি বড় ভাল বাসেন, গিন্নির চোকে জল দেখিয়া কর্ত্তা গলিয়া গেলেন, তিনি গিন্নিকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলেন, কুলকে আনিবার ব্যয় সমস্ত দিতে স্বীকৃত হই-লেন—এমন কি আপনার একমাত্র নয়-নের মণি ললিতকেও আনিবার জন্য বিনোদের সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলেন।

কর্ত্তা বিনোদকে অনেক দিন হইতেই আপনার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, স্নেহ করিবার একটী বিশিষ্ট কারণও আছে, কিন্তু সেটী কেবল কর্ত্তা আর গৃহিণী জানেন, বিনোদ কিছুই জানে না। হরদেব বাবুর একটী ভগিনী ছিল, সে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে পতিহীনা হয়, কিন্তু তাহার সেই বালিকা বয়সেই একটী পুত্র হইয়াছিল। হরদেব ভগিনী ও ভাগিনেয়কে আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন—তাহারও নাম বি-নোদ রাখা হয়। সেই ছেলেটী ১৫ দশ বর্ষে বসন্ত রোগে প্রাণ ত্যাগ করে, পতিহীনা

অনাথিনী একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে হৃদয়ে এরূপ দারুণ আঘাত পাইল যে এক বৎসরের মধ্যেই পুত্রের পথাবলম্বিনী হইল। এই ঘটনাটীতে হরদেব বড় ব্যথিত হন। তাঁহার আপনার সন্তান অনেক মরিয়াছে বটে, কিন্তু সে কেবল শিশু অবস্থাতে; হরদেব তাহাদের একটীকেও দেখেন নাই, সকলেই বাড়ীতে হইয়াছে ৪।৭ দিন মধ্যেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ভাগিনেয়ের শোক তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ ছিল। বহুদিনের পর বিনোদকে দেখিয়া তাঁহার সেই শোক পুনরুদ্দীপ্ত হয়, বিনোদের চেহারাও অধিকাংশ সেই ছেলেটীর অনুরূপ ছিল, এই কারণে হরদেব ও হরদেবের স্ত্রী বিনোদকে অতি ভাল বাসিতেন।

হরদেব বাবু বিনোদ ও ললিতকে নিকটে ডাকাইয়া অনেক বিষয়ে পরামর্শ ঠিক করিলেন, তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রথম হরদেব বাবুর বাড়ীতে উভয়ে যাইয়া সেখান হইতে সমুদয় তত্ত্ব লইয়া কুলকে আনিবার পরামর্শ হইল এবং ললিত ও বিনোদ সন্তুষ্ট মনে এই শুভ কার্য্যে গমন জন্য শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। স্কুলে বিদায় লওয়া হইল, হরদেব বাবু পঞ্জিকা খুলিয়া শুভ দিন ধার্য্য করিয়া প্রাণের অধিক পুত্রকে একটী অসমসাহসিক বিপজ্জনক কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। হরদেব বাবুর স্ত্রী ললিতকে বিদায় দিতে চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারিলেন না, পুত্রকে বারংবার বলিয়া দিলেন যে কুলকে আনিবার জন্য বিশ্বস্ত অন্যলোক বাড়ী হইতে পাঠাইবে, তুমি নিজে কখনও যাইও না—কি জানি সর্ব্বেশ্বর যে দুষ্ট, বিশেষ অপহরণ করিয়া আনা, পাছে প্রমাদ ঘটে। ললিত মাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বিনোদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন, গিন্নি একমনে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

যব দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত।

ভারত মহাসমুদ্রে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অনেক গুলি আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। অনেকে অনুমান করেন লঙ্কা দ্বীপের কিছু দক্ষিণ মরুদ্বীপ (Barren Island) হইতে সুদূর প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত সমুদ্র গর্ভ মধ্যে এই মহান্ আগ্নেয় গিরি শ্রেণি বিস্তারিত আছে। ইহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মেখলা স্বরূপ। বিশেষতঃ যব বা জাবা, সুমাত্রা, বালী এবং সণ্ডা প্রণালীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকলে আগ্নেয় গিরির প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। একা সণ্ডা প্রণালীতেই প্রায় অর্দ্ধশত আগ্নেয় গিরি আছে, ইহার কতকগুলি সমুদ্র গর্ভে মগ্ন ও কতকগুলি দ্বীপবক্ষে

বিরাজিত। গত কয়েক মাস হইতে এখানে কয়েকটি আগ্নেয় গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল, কিন্তু গত আগষ্ট মাসে ইহা এরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল যে অগ্ন্যুৎপাতের ইতিহাসে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার কখনই অঙ্কিত হয় নাই। একবারে ১৬টী আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ চারিভাগে বিভক্ত, জনাকীর্ণ অঞ্জার নগর (Anjir) একেবারে উৎসন্ন, একটী সমুচ্চ পর্ব্বত ও দুইটী দ্বীপ এককালে সমুদ্র গর্ভে নিপাত এবং একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত সাত ভাগে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যব ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহের সংবাদ অতীব শোচনীয়। অগ্ন্যুৎপাত ও তজ্জনিত সমুদ্রোচ্ছ্বাসে অন্যূন লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে—পশু পক্ষীর তো কথাই নাই। ধাতু নিঃস্রবে ও ভস্মবর্ষণে শস্য ক্ষেত্র ও উদ্যান সকল উৎসন্ন হইয়া মহা মন্বন্তর উপস্থিত করিয়াছে। সমুদ্র দেশও শত ক্রোশ ব্যাপিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ভাসমান ধাতু নিঃস্রব, সাতফিট পুরু দগ্ধ প্রস্তর খণ্ড (Pumice Stone), স্তূপাকার ভস্মরাশি, অঙ্গারীভূত দারুরাজি, পশু, পক্ষী মানব ও মৎস্যাদি নানাবিধ সামুদ্রিক জন্তুদিগের মৃতদেহ মহার্ণবের উপরিভাগে এরূপ নিবিড়ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, যে বাষ্পীয় তরী ও অর্ণবযান বহু কষ্টে যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ সণ্ডা প্রণালীর অন্তর্গত মহার্ণবের অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর। তাপমান যন্ত্রের পরীক্ষায় সমুদ্র জলের উত্তাপ ২০ ডিগ্রি বৃদ্ধি হইতে দৃষ্ট হয়, অগাধ জলরাশি ভীষণ কল্লোলে ফুটিতেছিল। উত্তাল তরঙ্গমালা প্রচণ্ডবেগে বজ্রনির্ঘোষে উপকূলে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে করিতে সমস্ত ভূভাগ সমুদ্র গর্ভসাৎ করিতে লাগিল। আড়াই শত ক্রোশ দূরে মাদুরা (Madura) দ্বীপে পর্ব্বত প্রমাণ ফেন রাশি স্তূপে স্তূপে দোলায়মান হইতেছিল। সহস্র ক্রোশ দূরে মান্দ্রাজ ও লঙ্কায়ও সমুদ্রের বিকার দৃষ্ট হয়। জলরাশি সহসা স্ফীত হইয়া উপকূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, বন্দরে জাহাজ সকল লোঙ্গর চ্যুত হইয়া সমুদ্রে ছড়াইয়া পড়ে এবং কুমারী অন্তরীপে সহসা ক্রোশ পরিমিত সিন্ধুদেশ শুকাইয়া যায়। অতি দূরবর্ত্তী ভারতের পশ্চিম প্রান্তে করাচি বন্দরেও সমুদ্রের এইরূপ অবস্থান্তর দৃষ্ট হইয়াছে। আরব ও আফ্রিকার উপকূলের সংবাদ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, বোধ হয় এই সকল স্থানেও এই সর্ব্বত্রাস ব্যাপার অননুভূত হয় নাই। আড়াই শত ক্রোশ দূরে সিঙ্গাপুরে এবং চারিশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্যামদেশে যে কেবল সমুদ্রের বিকার অনুভূত হয় এমন নয়, কিন্তু অগ্নি উদ্গীরণ ও ধাতু প্রস্তরের ভীষণ গর্জ্জন ও শ্রুত হয়। সিঙ্গাপুরে সহসা এই হৃদয়ভেদী শব্দ শ্রবণ করিয়া সঙ্কটাপন্ন পোত বা অদূরে রণতরী হইতে অনবরত কামান ধ্বনি বোধে তথ্য

নির্ণয়ার্থ এক খানি জাহাজ প্রেরিত হয়। মালবোপদ্বীপবাসী বিশেষতঃ সুমাত্রা দ্বীপবাসীদিগের ভীতির পরিসীমা ছিল না। বোর্ণিয়োবাসীরা প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু মুখ অপেক্ষা করিয়াছে। জাবা এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার একান্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী ক্ষেত্র; সুতরাং অত্রত্য অধিবাসীদিগের ভীতি ও আশঙ্কার ইয়ত্তা নাই।

নিউইয়র্ক হইতে তারযোগে এবং "যব-বোধ" নামক যবদ্বীপের একখানি পত্রিকার সাহায্যে এতৎসংক্রান্ত যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে পাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

২৫ শে আগষ্ট (১৮৮০) শনিবার ক্রাকেতেও (Krakatao) দ্বীপস্থ আগ্নেয় গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করে। ধাতু নিঃস্রবের ভীষণ গর্জ্জন শূরপার্থ (Suraperta) ও ব্যাটেভিয়া নগরে গম্ভীর কামান ধ্বনির ন্যায় স্পষ্ট রূপে শ্রুত হয়। প্রথমে ভীতির কারণ অল্পই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহা প্রলয় উপস্থিত। ক্রমে শিলাবর্ষণ আরম্ভ হয়, পরে রক্তবর্ণ উত্তপ্ত উপল পিণ্ড, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সহকারে যুগপৎ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া ভস্মের সহিত আশার ধারে বর্ষণ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিই এরূপ বিষম উৎপাতে অতিবাহিত হয়। প্রভাতে দৃষ্ট হইল, সণ্ডাপ্রণালীর উপরিস্থ অঞ্জর নগরের যাতায়াতের পথ এককালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত সেতু গুলি ভগ্ন ও পথ সকল দুর্গম হইয়াছে। সণ্ডাপ্রণালীর জল ফুটিতেছিল, এবং উত্তাল তরঙ্গমালা আড়াই শত ক্রোশ ব্যাপিয়া ভীমনাদে পর্ব্বত-প্রমাণ ফেন রাশি উৎপন্ন করিতেছিল। ব্যাটেবিয়ার উপকূলস্থ লোকেরা হঠাৎ অবিরত বজ্রধ্বনি ও মধ্যে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ নিনাদ শুনিয়া স্তব্ধ হইল। শব্দ পশ্চিম দিক হইতে আসিতেছে স্পষ্টই অনুভূত হয়। দুই প্রহর দুই টার সময় কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া অঞ্জর নগরে বার্ত্তা প্রেরিত হইলে প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত কুসংবাদ আইসে। এখানে সর্ব্বস্থান এমন তমসাচ্ছন্ন যে, কেহ আপনার হস্ত চক্ষের নিকট করিলেও দেখিতে পায় না, ক্রাকেতেও সমস্ত ধূমাচ্ছন্ন। অঞ্জর নগরের এই শেষ তাড়িত বার্ত্তা। ৪টা ৪॥ টা সময় ভূগর্ভস্থ গভীর শব্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মুহুর্মুহুঃ ভূ-কম্পন ও সহস্র বজ্রের একত্র সংঘর্ষণের ন্যায় মহাশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। প্রত্যেক শব্দ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চনাদী। এরূপ ভীষণ নিনাদ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শ্রুত হয় নাই। অগ্ন্যুৎপাতের মহাধূম ও ভস্মরাশি সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা উৎপন্ন করে, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়, কিন্তু পর ক্ষণেই অগ্নিশিখা জ্বলন্ত প্রস্তর ও ধাতু নিস্রব প্রবল বেগে নির্গত হইলে বাত্যা সম্পূর্ণরূপে

তাড়িত হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এমন প্রচণ্ডবেগে ভূমিকম্পন হইতে লাগিল যে ব্যাটেবিয়াস্থ যাবতীয় গৃহ থরহরি কাঁপিতে লাগিল। দ্বার ও গবাক্ষ সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে বিকট শব্দ উৎপন্ন করিল। লোক সকল প্রাণভয়ে শশব্যস্ত।

এই দিন (১৬ শে রবিবার) মধ্যাহ্নে যখন ভূগর্ভস্থ গভীর শব্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া আভ্যন্তরিক ঘোর বিপ্লবের পরিচয় দিতেছিল, তখন আগ্নেয় শ্রেষ্ঠ মহামেরু অগ্নি উদ্গীরণ আরম্ভ করিল, ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা গগনভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে গুনং গুন্তর (Gunung Guntur) ও আর ১৪টী আগ্নেয়গিরি কবল বিস্তার করিল। এককালে ১৬টী আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সর্ব্বভুক্ বৈশ্বানর সৃষ্টি গ্রাসের জন্য বিশাল বদন ব্যাদান করিয়াছে। আর রক্ষা নাই, মহাপ্রলয় উপস্থিত। গোধূলির অব্যবহিত পূর্ব্বে এক খণ্ড বিশাল জ্যোতির্ময় জলধর গুনং গুন্তর শিখরোপরি বিরাজ করিতেছিল এবং উহার আগ্নেয় গহ্বর হইতে প্রচণ্ড বেগে উগ্রগন্ধকাক্ত কর্দ্দম ও ধাতু-নিস্রব নির্গত হইতে লাগিল। ভূরি ভূরি অগ্নি উদ্গীরণের সহিত ভয়ঙ্কর আগ্নেয় ধ্বনি হইতে লাগিল। জ্বলন্ত অঙ্গার, স্ফুলিঙ্গ যুক্ত ভস্মরাশি, বৃহৎ বৃহৎ উত্তপ্ত উপল পিণ্ড ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিধারে বর্ষণ হইতে লাগিল, তৎসঙ্গে সমস্ত উৎসন্ন ও ভূম্যাসাৎ হইতেছিল। এই ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের সহানুভূতিরূপে সমুদ্রও উত্থান করে। আলম্বিত মেঘ-মণ্ডল বিদ্যুৎভারে এরূপ আক্রান্ত ছিল যে এক সময়ে সিন্ধুবক্ষে ১৫টার অধিকও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ যুগপৎ উত্থিত হইতে দৃষ্ট হয়। নিকটস্থ জন-পদ সকল একবারে উৎসন্ন হইয়াছে, ভূরি ভূরি ভূকম্পনে গৃহ সকল ভূমি-সাৎ হইতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হইয়া অনাবৃত স্থানে সমবেত হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিল গৃহ হইতে বহির্গত হইবার অব-সর না পাইয়া শত শত লোক গৃহচাপে প্রোথিত হইয়া জীবিত লোকদিগেরও দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। গন্ধকাক্ত উত্তপ্ত কর্দ্দম বর্ষণে জ্বলন্ত অঙ্গার ও প্রস্তর পিণ্ডাঘাতে এবং অত্যুষ্ণ ধাতুনিস্রব বেগে অনেকেরই মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। সন্ধ্যাগমে ভূকম্পন ও অগ্ন্যুৎপাতের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি হয়, বোধ হইল বুঝি সমস্ত দ্বীপই সমুদ্র গর্ভসাৎ হয়। উত্তাল ঊর্ম্মিমালা ঘোর রোলে উপ-কূলে আঘাত করিতে লাগিল, পর্ব্বত প্রমাণ ফেনরাশি বেগে দুলিতে লাগিল। কোথাও উপকূল অতিক্রম করিয়া বেগ-বতী বীচিরাজী দেশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভাসাইয়া চলিল, স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ দেহ সকল হঠাৎ উৎপন্ন হয়

পৃথিবী যেন গ্রাম, পল্লী, নগর ও জনপদ সকল গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাত্রি দুই প্রহরের সময় মহাভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়। এমন ভীষণতম দৃশ্য ইতি পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোথাও কখন দৃষ্ট হইয়াছে কি না বলা যায় না। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গুনং গুম্বরের শিখরোপরি যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় মেঘ খণ্ড দৃষ্ট হইয়াছিল, তদপেক্ষা বিশালতর ও উজ্জ্বলতর মেঘমালা সহসা উত্থিত হইয়া দেখিতে দেখিতে দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলস্থ কংদং গিরি শ্রেণীর উপরে বিস্তারিত হইয়া পড়িল, ক্রমে অধিকতর প্রসারিত হইয়া বিশাল গগনমণ্ডলে উজ্জ্বল চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল. গাঢ় রক্তিমাক্ত ধূসর রাগে বহুদূর অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। এই সময়ে অগ্ন্যুৎপাতের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। অগ্নিময় ধাতু নির্ঝর অনর্গল নির্গত হইতে থাকে এবং পর্ব্বতের চারিধারে প্রবাহিত হইয়া উপত্যকা সকল পূর্ণ করে। বেগবতী গতি মুখে যাহা কিছু পতিত হইয়াছে, সমস্তই উৎসন্ন হইয়াছে। রাত্রি ২টার সময় এই অপূর্ব্ব মেঘমণ্ডল হঠাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমে তিরোহিত হয়। পরদিন (সোমবার ২৬ শে) দিবালোকের অভ্যুদয়ে দৃষ্ট হয় যে পঞ্চাশৎ বর্গ মাইল পরিমিত সুবিস্তীর্ণ বিশাল ভূমিখণ্ড পনর সহস্র লোক সম্বলিত দুইটী জনপদের সহিত একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। সমস্ত কংদং নগশ্রেণী যাহা ৬৫ মাইল ব্যাপিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে উপকূলে শোভমান ছিল, এককালে দৃষ্টি পথ হইতে অপসারিত হইয়াছে। কোথায় যে কি ছিল, তাহার অণুমাত্র চিহ্ন নাই। ভারত মহাসমুদ্রের বিপুল জলরাশি তাহাদিগের স্থান পূর্ণ করিয়া গভীর কল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে।

অদ্য প্রাতঃকালে (২৭শে) ব্যাটেবিয়ার দৃশ্য অতীব ভয়াবহ। আকাশ নির্বাত ও মেঘাবৃত বায়ুমণ্ডল স্থির ও দুঃসহ—একটী মাত্র পাতা বা তৃণ নড়িতেছে না। প্রকৃতি যেন বিষম মহাপ্রলয়ের জন্য প্রস্তুত। বেলা ৯ টার সময় নভোমণ্ডল হঠাৎ নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ১১ টার সময় অন্ধকার এত বৃদ্ধি হয় যে, গৃহস্থিত দ্রব্য সমাগ্রী দীপ বা বাষ্পালোকের সাহায্য ভিন্ন আর দেখা যায় না। আগ্নেয় উৎপাতের ভীষণ ধ্বনি ও ভূগর্ভস্থ গভীর নিনাদের উত্তরোত্তর যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অন্ধকার যেন ততই বাড়িতে লাগিল। নিবিড় ভস্মরাশি দ্বারা সমস্ত সমাচ্ছন্ন, কেবল পশ্চিমাকাশ অপূর্ব্ব পীতবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই সময়ে বেণ্টামের অন্তর্গত সিরং (Serung) হইতে সংবাদ আসিল যে, গত কল্য অপরাহ্নে তিন টার সময় অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ গর্জ্জন ক্রাকাতেও হইতে স্পষ্ট শ্রুত হইয়াছে, অগ্নিশিখা সমস্ত রাত্রিই দৃষ্ট হইয়াছে, বিশেষত রাত্রি ১১ টা হইতে আগ্নেয় ধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া অনবরত শ্রুত হইয়াছে, নিবিড় ভস্মে

সমস্ত সমাচ্ছন্ন; প্রভাতে সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্ট হয় নাই, দিবস সন্ধ্যার ন্যায় (অপরাহ্ণ ৬টা) বোধ হইতেছে। পুলোমার্ককে (Pulo Mark) চৈন শহির সমুদ্রসাৎ হইয়াছে, অবিশ্রান্ত শিলা বর্ষণ হইতেছে, ছত্রব্যতীত গৃহের বাহির যাওয়া বিপদ। অঞ্জর নগরের সন্নিহিত জনপদ সমুদ্রসাৎ হইয়াছে।" ব্যাটেবিয়ার হাট ঘাট দোকান পশার সমস্ত বন্ধ, কর্ম্মকার্য্য কিছু করিবার যো নাই, গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন, রাত্রিতে বাষ্পালোক পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে। অদ্য রাত্রিতে পাপন্দয়ং (Papandanyag) গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করে মুহুর্মুহু ভূকম্প ও বজ্রধ্বনির ন্যায় আগ্নেয় ধ্বনি শত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। সুদূরে সুমাত্রাদ্বীপেও এই ভীষণ নিনাদ শুনিয়া লোক সকল সশঙ্কিত হইয়াছিল। এই আগ্নেয় গিরিশৃঙ্গ হইতে তিনটী স্বতন্ত্র অগ্নিশিখা বহুদূর উচ্চে উত্থিত হয় এবং অনর্গল অগ্নিময় ধাতু নিস্রব নির্গত হইয়া ইহার সমস্ত উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তরিত হইতে থাকে। প্রজ্বলিত উপলপিণ্ড প্রচণ্ডবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহুদূর ব্যাপিয়া বর্ষণ হইতে লাগিল এবং উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধাতব পরমাণু সকল বায়ুমণ্ডলকে ঘনীভূত করিয়া সমস্ত গাঢ় তমসাচ্ছন্ন করিল। এই বিষম অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বাত্যাও উত্থিত হয়, তদ্দ্বারা গৃহ, চাল, বৃক্ষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ভস্ম এত অপরিমেয় বর্ষিত হয় যে একা দেনামো (Denamo) নগরের ভূমি ও ছাদে অনেক ইঞ্চ গভীর স্তর পড়ে। সহসা দৃশ্য পরিবর্ত্তন—মুহূর্ত্ত মধ্যে গিরিশিখর বিদীর্ণ হইয়া শতধা হইয়া পড়িল। যেখানে পাপন্দয়ংয়ের এক মাত্র উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ শোভমান ছিল, এখন সেখানে সাতটী স্বতন্ত্র শৃঙ্গ বিরাজমান। ইহাদিগের সন্নিধেশে বৃহৎ বৃহৎ ধাতব পিণ্ড সকল সংলগ্ন এবং গহ্বর হইতে অনর্গল নিবিড় ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ ধাতু নিস্রব নির্গত হইতেছে।

পরদিন (২৮শে) ব্যাটেবিয়া পুনর্ব্বার শান্তভাব ধারণ করে। আকাশ পরিষ্কার, দিবসের উত্তাপ ১০ ডিগ্রি কমিয়াছে; সন্ধ্যার সময় বিলক্ষণ শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। বাঁশের ঘর সকল ভাসিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু জলের গভীরতা অধিক হয় নাই। যতই ভস্মরাশি পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, পক্ষী সকল ততই আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। জল কমিয়া গেলে, পথে ঘাটে প্রচুর মৎস্য দৃষ্ট হয়, দেশীয়েরা আহ্লাদ সহকারে ধরিবার জন্য ব্যস্ত। সমুদয় নগর ভস্ম স্তরে আবৃত। রাজপথ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়াছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি ভস্ম বৃষ্টির তখনও বিরাম নাই। অগ্ন্যুৎপাতের সময় বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত হইতেছিল, কিন্তু ভূমিকম্প নিবৃত্ত

হইয়াছে। মধ্যাহ্নে সংবাদ আইসে যে, সিরং পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন পুনর্ব্বার সংস্কৃত হইয়াছে। ভঞ্জভাঙ্গি (Banjoewangia) হইতে ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাবণ গিরি (Rawoon) গতকল্য হইতে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে।

ঐ দিন অপরাহ্নে আবার টেলিগ্রাফ ইন্‌স্পেক্টর সংবাদ প্রেরণ করেন যে "গত কল্য প্রাতঃকালে যখন আমি সিরং হইতে অঞ্জারের তার সংস্কার করিবার চেষ্টা করি, তখন দূর হইতে সমুদ্রের উত্থান দেখিতে পাই। উত্তাল তরঙ্গমালা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া দেশ গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি প্রাণ ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে অভ্যন্তর দেশে পলায়ন করিলাম। অঞ্জরের বিষয় আর কিছুই জানি না।" অঞ্জর হইতে রবিবার অপরাহ্নে বার্ত্তা আইসে যে "অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত ও অনুভূত হয়। সমুদ্র ১০। ১৫ মিনিটের মধ্যে দুই হস্ত পরিমাণ উঠে ও নামে। সমস্ত তরী চূর্ণ হইয়াছে। রাত্রির মধ্যে ৬ বার প্রচণ্ড ভূকম্প হইয়াছে। সোমবার প্রাতে অবাধে জলরাশি পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া ঘোর নাদে উপকূলে প্রতিঘাত করে। একঘণ্টা পরে অতি উচ্চতর তরঙ্গ সকল প্রবলতর বেগে আঘাত করিয়া সমস্ত সণ্ডা উপকূলের ধ্বংস সাধন করে। এই দিবস (২৭শে সোমবার) বেলা ১১ টার সময় ব্যাটেবিয়ার সংবাদ—অঞ্জর, (Anjir জরিহাজিন (Tjerihagin), তিলক বিতঙ্গ (Telak Betong) জনপদ একবারে বিনষ্ট হইয়াছে।" অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সংবাদ—সণ্ডাপ্রণালীর উপরিস্থ যাবতীয় বাতি ঘর (Light house) অদৃশ্য হইয়াছে। মধ্যাহ্নের সংবাদ—ক্রাকাটোও গিরি অদৃশ্য হইয়াছে। যেখানে এই গিরি অবস্থিত ছিল, এখন সেখানে অগাধ জলরাশি সঞ্চরণ করিতেছে। দুইপ্রহর অর্দ্ধঘণ্টার সময় সংবাদ—উপকূল পর্য্যবেক্ষণার্থ যে জাহাজ প্রেরিত হয়, তাহা প্রত্যাগত হইয়া বিজ্ঞাপন করে যে সণ্ডাপ্রণালীর দৃশ্য অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; পোতাদি যাতায়াতের পথ দুর্গম ও বিপদজনক। ভঞ্জভাঙ্গি হইতে সংবাদ আইসে যে রাবণ গিরি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে, আর গর্জ্জন শ্রুত হয় না এবং অল্প ধূম নির্গত হইতেছে।

২৯এ আগষ্ট মঙ্গলবার সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়। মধ্যাহ্নে সহসা সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া একবারে ষোলোটা আগ্নেয় গিরি উত্থিত হইয়াছে। জাবা উপকূলের সেণ্ট নিকোলাস অন্তরীপ হইতে সুমাত্রা উপকূলস্থ হোগা অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রায় সমরেখায় এই নব গিরি শ্রেণী স্থিত রহিয়াছে। সুয়ঞ্জিপন দ্বীপ (Soenje pan) পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ব্যাটেবিয়া উপকূলে প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র চিনদিগের বসতি ছিল, সমুদ্র উথলিত হইয়া এই প্রদেশ একবারে গ্রাস করিয়াছে, পঞ্চ সহস্র লোকও অব্যাহতি পায় নাই।

এই নগরে ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকা বসীর সংখ্যা প্রায় ৩৫০০, তন্মধ্যে ৮০০ শত হত হইয়াছে। অঞ্জর নগরের যে অংশে ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী দিগের আবাস, তথায় প্রথমতঃ আগ্নেয় গিরি নির্গত প্রস্তর কর্দ্দম ও ধাতুনিস্রব পতিত হয়, পরে সমুদ্রোচ্ছ্বাসে সমস্ত ধ্বংস হয়, নগরের চিহ্ন মাত্র নাই। ব্যাণ্টাম নগর সমগ্র জলমগ্ন,১২০০হইতে ১৫০০ লোক মরিয়াছে। সিরংদ্বীপ এক কালে প্লাবিত হয়, একটী মাত্রও প্রাণী রক্ষা পায় নাই। শিলা বর্ষণে ও ধাতু নিস্রবে চেরিবলের অনেক লোক ও সম্পত্ত বিনষ্ট হইয়াছে। ঘুটেনজর্গ, সমরঙ্গ, জগজ্জকর্ত্ত, শুরকর্ত্ত এবং শুরবয় প্রভৃতি জনপদ বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ভবনের সহস্র দেবমন্দির বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। "বড়বুধ" দেবের প্রসিদ্ধ মন্দিরের ধ্বজ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তমরঙ্গ নগর ধাতু নিস্রবে নিমজ্জিত হইয়াছে। নগরের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মরিয়াছে।

স্পিজুইক নগরে প্রজ্বলিত উপলপিণ্ড পতিত হইয়া গৃহ সকল দগ্ধ করে এবং তাহাতে অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়। ফিজিলিঙ্কিং একবারে ধ্বংস হয় ও অনেক লোক প্রাণ ত্যাগ করে। ব্যাটেবিয়ার ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অনিরস্ দ্বীপ সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয় ও তত্রত্য ভাসমান ডক্ (জাহাজ নির্ম্মাণ বা সংস্কার স্থান) বিনষ্ট হয়। নিজ বাটেবিয়ার শাসনকর্ত্তার বাটী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তিন জন অনুচর হত হইয়াছে। জাবা উপকূল হইতে পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী মিদিয়া দ্বীপ সমুদ্র-গর্ভে নিহত হইয়াছে। ওয়ারঙ্গ নগর প্রায় ৯০০ শত লোক হত হইয়াছে। তালাতোয়াতে ৩০০ মৃত দেহ দৃষ্ট হইয়াছিল। সমগ্র জাবাদ্বীপের সংবাদ অতীব শোচনীয়, বিস্তর প্রাণী ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। অন্যূন ৭৫০০০ সহস্র লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সমুদ্রের জল হ্রাস হইলে বাটেবিয়ার নিম্নভূমিতে শত শত মৃত দেহ দৃষ্টি গোচর হইয়াছে।

আখ্যায়িকা মালা

১। রোম সম্রাট্ এড্রিয়ান যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, তখন এক ব্যক্ত তাঁহার প্রতি অপমানের কথা বলিয়াছিল। এড্রিয়ান সিংহাসনস্থ হইয়া ঐ ব্যক্তিকে একদিন দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এখন নির্ভয়ে আমার নিকট আইস, কারণ আমি

সম্রাট হইয়াছি, আর কেহ তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না।”

২। ছিলেন এক সম্রাট্ শুনিলেন সাম্রাজ্যের এক দূরবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি লোক তাঁহার শত্রু হইয়া বিদ্রোহ সংঘটন করিয়াছে। তিনি অমাত্য-দিগকে সঙ্গে লইয়া বলিলেন “চল শীঘ্র শত্রুদিগকে গিয়া ধ্বংস করিয়া আসি।” তাঁহার আগমন মাত্র শত্রুগণ বশ্যতা স্বীকার করিল। তখন সকলেই মনে করিতে লাগিল যে তিনি বিদ্রোহীদিগকে বিশেষরূপে দণ্ডিত করিবেন, কিন্তু তিনি যেরূপ শান্ত ও সদয়ভাবে তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। প্রধান রাজমন্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাটকে বলিলেন, আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন শত্রুদিগকে ধ্বংস করিবেন, তাহা লঙ্ঘন করিয়া সকলকেই ক্ষমা এবং অনেকের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করিতেছেন, ইহাতে আপনার বাক্য কি মিথ্যা হইতেছে না? সম্রাট বলিলেন কই না, আমার বাক্য মিথ্যা না হইয়া বরং সত্যই হইয়াছে। আমি শত্রু-দিগকে ধ্বংস করিব বলিয়াছিলাম, দেখ আর কেহ আমার শত্রু নাই, সকলেই আমার বন্ধু হইয়া গিয়াছে।”

৩। আর্কেডিয়স নামে আর্গসবাসী একজন গ্রীক সর্ব্বক্ষণ মাসিডনরাজ ফিলিপের গ্লানি করিত। একসময় ঐ ব্যক্তি মাসিডন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে সভাসদগণ ফিলিপকে পরামর্শ দিলেন, “মহারাজ! এই সময় বড় সুযোগ হইয়াছে, আর্কেডিয়সের গত অপরা-ধের শাস্তি দিউন এবং ভবিষ্যতে সে আর আপনার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করিতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করুন।” ফিলিপ সদস্যগণের উপদেশ আর এক ভাবে অনুসরণ করিলেন। তিনি আর্কেডিয়সকে ধৃত করিয়া আনিলেন, কিন্তু প্রাণদণ্ড না দিয়া উদারতা ও সৌজন্যসহকারে বহুল পরিমাণে উপহার প্রদান করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। কিছু দিন পরে ফিলিপের নিকট সংবাদ আসিল, আর্কেডিয়স ফিলিপের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া তাহার গুণের পক্ষ-পাতী হইয়াছে এবং যথাতথা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা ঘোষণা করিতেছে। তখন ফিলিপ অমাত্যদিগকে বলিলেন “বল দেখি, তোমাদিগের অপেক্ষা আমি রোগের ভাল চিকিৎসা করিয়াছি কি না?”

যুগল সহোদরার কথোপকথন।

চপলা—"
ভালো, দিদি, এক সুধাই তোমারে,
দেখহ বিচারি মনের মাঝারে ;
একই দেহেতে এক(ই) উপাদান,
পুরুষ রমণী দুই ত সমান।
একই বিধাতা দোঁহারে সৃজিলা ;
একই জীবন, এক(ই) মন দিলা।
নাসিকা, রসনা, শ্রবণ, নয়ন,
পুরুষে যে রূপ, নারীতে তেমন।
কাজ হেতু হাত, চলিবারে পা,
পুরুষের যাহা, আমোদের (ও) তা।
তবে বা ওদেরে মিছে কেন ভাই,
ইষ্ট দেব সম পূজিব সবাই ?
'মারো' 'কাটো' 'রাখো' সবে কেন কষ্ট,
আজ্ঞাধীনী হোয়ে যোড়হাতে রই ?"

সরলা—
"হায় পাগলিনি, কেন না কহিবি ?
সদা যোড়হাতে কেন না রহিবি ?
কাষ্ঠের পুত্তলি মোরা বঙ্গবালা;
চক্ষু থেকে অন্ধ, কান থেকে কালা।"

চপলা—
"চক্ষু থেকে অন্ধ ? তা কেন রহিবো ?
বিধিদত্ত ধন কেন উপেক্ষিবো ?
পেয়েছি দ্বিকর, স্বকার্য্য সাধিবো !
পেয়েছি চরণ, অবশ্য চলিবো।
সংসারে ফিরিবো, অচল লঙ্ঘিবো,
চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিবো !"

সরলা—
হায় অভাগিনি, কেমনে যাইবি ?
দাসত্ব শৃঙ্খল কেমনে ভাঙ্গিবি ?
অসুরের বলে, ধরিয়া কুন্তলে,
রাখিবে অর্গলে, কোথা পলাইবি ?
পুরুষের শক্তি, শরীরের জোর,
কোথা তোর আছে, কোথা আছে মোর ?

চপলা—
"যাক গে সে সব, আর কথা ভাই,
ভেবে ভেবে যার অন্ত নাহি পাই ;
আছে আমাদের চারিটী সোদর,
যোগীশ, রমেশ, নবীন, ভূধর ;
লিখাতে পড়াতে শিখাতে ওদের,
কত না বাবার উৎসাহ মনের।
ভাল ভাল ছুরি, পেন, কালী, বই,
ওদের যা আছে, মোদের তা কই ?
আমাদের (ও) বাবা, ওদেরও তাই,
বাবার আচার এ কেমন ভাই,
ছেলেতে সদয়, মেয়েতে পরুষ !"

সরলা—
"জানো না অবোধ, বাবাও পুরুষ ?"

নূতন সংবাদ।

১। কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ আগামী ৮ই নবেম্বর সিংহাসনাভিষিক্ত হইবেন। তিনি বঙ্গদেশের সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইয়া মেজর উপাধিও পাইয়াছেন।

২। এ বৎসর বঙ্গদেশের ন্যায়

বোম্বাই ও পঞ্জাবেও শস্য ভাল না হওয়াতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা।

৩। কয়েকদিন সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম দিকে ঘোর লাল রঙ দেখা গিয়াছে, যেন ঘরে আগুন লাগিয়াছে। শুনা গেল দাক্ষিণাত্যে এই আলোক আরও উজ্জ্বল দৃষ্ট হইতেছে, এবং ইহার তেজে তথাকার মাটী শুকাইয়া শস্যের হানি করিয়াছে। তত্রত্য লোকে নানা বিপদের আশঙ্কা করিতেছে।

৪। গত ২৭ এ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে রাজা রামমোহন রায়ের ৫০ সাংবৎসরিক স্মরণার্থ উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অধ্যাপক মোক্ষমূলার একটী বক্তৃতা করেন। আমরা আশা করি এ বৎসর মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মেরা সর্ব্ব সাধারণকে লইয়া রামমোহন রায়ের একটী বিশেষ উৎসব করিবেন।

৫। শিক্ষা কমিসনের রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ১৩টী বৃহৎ অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে এবং স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট হণ্টার সাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বিবিধ প্রসঙ্গ—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। আমাদিগের সুপরিচিত কবি গদ্যাকারে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহার আদ্যন্ত তাঁহার হৃদয়গ্রাহী কবিত্বে পূর্ণ। কবি এক স্থলে যথার্থই বলিয়াছেন, এই এক জগতের মধ্যে অসংখ্য জগৎ রহিয়াছে, প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন এক এক বিচিত্র জগৎ এবং এই পুস্তকখানিতে তাঁহার নিজ জীবনের বিচিত্র জগতের ছবি আঁকিয়া তাঁহার কাব্য আমাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়গত করিয়াছেন। তাঁহার ভাবের অবিরাম তরঙ্গ, চিন্তার নবীনত্ব, বর্ণনার বৈচিত্র এ সকলই প্রশংসাতীত, ইহাদ্বারা হৃদয় মন প্রাণের শিক্ষার অনেক সহকারিতা করিবে সন্দেহ নাই। পুস্তকের ভাষা এবং বিষয় গুলি রমণীদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আমাদিগের প্রত্যেক পাঠিকাকে এক একবার ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বামাগণের রচনা।

মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাসের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতা।

স্ত্রী এবং পুরুষ এ উভয়কে লইয়াই সংসার। বিদ্যাধন লাভে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, কারণ সাংসারিক কর্ত্তব্য ভার সকল তুল্যরূপে স্ত্রী এবং পুরুষের উপর অর্পিত। স্ত্রীলোক যদি শিক্ষা দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য অবগত

হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে তৎসম্পাদনে সক্ষম হয়েন. তদ্দ্বারা পুরুষের ভার অনেক লাঘব হয়। কিন্তু বিদ্যাহীনা স্ত্রীর হৃদয় অন্ধকারময়। অল্প বুদ্ধি বশতঃ সর্ব্বদা তিনি অহঙ্কারিণী হয়েন, মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করেন না. সকল লোককেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। বিদ্যারূপ জ্যোতি যাহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে বিকাশিত হয় নাই, তাহাদের মন সর্ব্বদা অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য রূপ মেঘে আচ্ছাদিত থাকে। অনেকেই রূপমদে ও ধনমদে মত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস ও ঈশ্বরোপাসনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে এই রূপই আমাদের চিরদিনের সঙ্গী ও ইহ পর কালের সুখের সম্বল হইবে। তাঁহারা দিবারাত্রি মিথ্যা আমোদ, গল্প, ঝগড়া বিবাদ, পরনিন্দা, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি নানা প্রকার কুৎসিত চর্চ্চা লইয়াই সময় ক্ষেপণ করেন। গুণব্যতীত কেবল মাত্র রূপতেই কি মনুষ্য জীবন শোভা পায়? বরং সেই অসার রূপই ক্রমে তাহাদের বিপদের নিকেতন হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না যে, জগৎ সংসারের সকলই অসার ও ক্ষণস্থায়ী, কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হইবে. কিছুই থাকিবে না। সকলই কেবল মাত্র পদ্মপত্রের জল বিন্দুর ন্যায় অবস্থান করিতেছে—কেবল সেই সকল সারের সার একমাত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মই চিরকাল বিরাজিত থাকে। তাঁহারা নয়ন থাকিতেও অন্ধ এবং বুদ্ধি থাকিতেও নির্ব্বোধ, কারণ বিদ্যাব্যতীত কিছুতেই হৃদয়ের উন্নতি হয় না। মূর্খতা প্রযুক্তই আমাদের দেশের পুরুষেরা রমণীদিগকে ঘৃণা করেন ও তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করেন, বিদ্যা বিহীনতাই ইহার প্রধান কারণ। ভারতভূমি পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীদিগকে সর্ব্বদা অন্ধকূপে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। শিক্ষাই জ্ঞানের পথ প্রদর্শক ও হৃদয়ের অলঙ্কার বিদ্যা অমূল্যধন। ধন দিলে অনেকানেক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিদ্যা পাওয়া যায় না, কেবল সৎইচ্ছা ও হৃদয়ের যত্ন দ্বারাই বিদ্যা উপার্জ্জন করা যায়।

বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং মূর্খতাতে যে সকল অপকার ঘটিয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহার কিছু কিছু বলা হইল। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান ও সকল প্রকার উন্নতি করিতে পারা যায় এমন নহে। বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আলোক নিপতিত না হইলে, দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হয় না বরং তাহাতে কখনও কখনও বিষময় ফলও উৎপাদন করে। তাহা বড় ভয়ানক। বিদ্যা চর্চ্চার সহিত ধর্ম্মের অঙ্কুর রোপিত হইলে তাহাতে বিবিধ সুফল প্রদান করে। বিদ্যা দ্বারা হিতাহিত জ্ঞান আবির্ভূত হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুভব করিতে পারা যায় এবং তাহার সহিত ধর্ম্মের

যোগ হইলে, প্রত্যেক মনোবৃত্তি নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিয়া সৎইচ্ছায় পরিণত হয় আর তদ্দ্বারা দয়া, প্রেম, সৌজন্য, উদারতা, নম্রতা, বিনয়, পরোপকার, পবিত্রতা ইত্যাদি সকল সদ্ভাব উৎপন্ন হয়। বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের যোগ হইলে হৃদয় প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় শোভা ধারণ করে। যেমন একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প প্রথম দর্শন করিলেই নয়ন মোহিত হয়, পরে বাতাসের দ্বারা তাহার সুগন্ধ সেবনে মনুষ্যের হৃদয় আনন্দিত হইয়া পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অপার মহিমা অনুভব করিতে পারে, সেইরূপ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় একটি বিদ্যাবতী ধার্ম্মিকা স্ত্রীর জীবন দর্শন করিয়া অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দ উপস্থিত হয় এবং তাহার সুস্নিগ্ধ সৌরভে সংসারে শান্তি সুখ অনুভব করিয়া মনুষ্য আত্মার সার উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া দয়াময় ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকেন ও জগতের কত প্রকার আশ্চর্য্য মঙ্গল কার্য্য সাধন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া যান।

যাঁহার হৃদয় ধর্ম্মের আলয় সামান্য তৃণের ন্যায় সাংসারিক বাধা বিঘ্ন তাঁহাকে কি শঙ্কিত করিতে পারে? তাঁহার অন্তরে দিবারাত্র সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। প্রেম, ভক্তি, দয়া, বিনয়, নম্রতা এবং শান্তি সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় মন্দিরে বিরাজিত। সংসারে যত আত্মীয় থাকেন, অর্থাৎ শ্বশুর শাশুড়ী পিতা মাতা ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি, তিনি সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্বশুর শাশুড়ী পিতামাতার প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি প্রণয়শালিনী, ভাই ভগিনীর প্রতি স্নেহবতী এবং দাস দাসীর প্রতি প্রিয়ভাষিণী হইয়া তিনি ইহ পরকালে সুখে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সদ্গুণে ও সদ্ব্যবহারে সকলে সতত সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহার ধর্ম্মের জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত হয়। দুঃখী তাঁহার দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাতর, পরোপকার তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ স্বরূপ। তিনি এ গুলিকে নিজের কর্ত্তব্য ও ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া জানেন। ধর্ম্ম শিক্ষাই মনুষ্য জীবনের সার উদ্দেশ্য। মনুষ্য যত কেন বিদ্যা উপার্জ্জন করুক না, একখানা পুস্তক শত শতবার পাঠ করিয়া অভ্যাস করুক না, ধর্ম্মযোগ না হইলে তাহাতে কোন ফল দর্শে না। অতএব বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক্ষণে লোকে নানা কারণে লেখা পড়া শিখিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন, কেহ বা মানব সমাজে প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত কেহ বা নাম কিনিবার নিমিত্ত। কেহ বা উচ্চ পদাভিষিক্ত পুরুষের পরিণয় লালসায়, কেহ কেহ বা বিদ্বান স্বামীর

মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে বিদ্যার্থিনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কয়জন ধর্ম্মের তৃষ্ণায় বিদ্যার জন্য লালায়িতা? বিদ্যা শিক্ষায় তাহারা যে গুণগুলি প্রাপ্ত হন, তাহা অসার। ধর্ম্মবিহীন বিদ্যার স্থায়িত্ব নাই। সে বিদ্যা অসার বৃক্ষের ন্যায় সংসারের কুটিল কাল চক্রের আঘাতে চূর্ণ হইতে পারে।

যেমন অসার বৃক্ষ ঝড় বায়ু অতিক্রম করিয়া অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না, বরং সেই বায়ুর প্রবল আঘাতে নতশির হইয়া অবিলম্বে ভূমিসাৎ হয়, সেইরূপ ধর্ম্মবিহীন জনগণ সংসারের নানা প্রকার প্রলোভনাদি অতিক্রম করিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বদা ন্যায় পথে রাখিতে অক্ষম হয় এবং ত্বরায় তাহাদের সেই অসার বিদ্যার গৌরব বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সারবান্ বৃক্ষ যেমন সহস্র২ ঝটিকা মস্তকে বহন করিয়াও আলোড়িত হয় না; সেই প্রকার যে ব্যক্তির বিদ্যার মূলে ধর্ম্মের সারভূমি আছে, এমন শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি হউক না কেন, তথাপি সে কিছুতেই বিচলিত বা অন্যমনা হয় না, সে সত্যকে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসারে বিচরণ করিতে পারে।

আজকাল আমাদের দেশে সচরাচর বিজ্ঞান, রাজনীতি রসায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, কিন্তু জ্ঞানবল বাহুবল কিছুই ধর্ম্মবলের তুল্য নহে। ইতিহাস প্রতিপত্রে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে যে দেশে ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, কিম্বা মনুষ্য জ্ঞান বলে গর্ব্বিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে, সেই রাজ্য বা দেশ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। নর নারীর মধ্যে ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলাতেই এই ভারত রাজ্য উচ্ছন্ন গিয়াছে। পূর্ব্বকালে নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মের একতা ও সত্যপ্রিয়তা থাকাতে তৎসঙ্গে ভারতবাসীর উন্নতির পরিচয় এক্ষণেও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। আজকাল আমাদের দেশে নরনারীর মধ্যে ধর্ম্মের শিথিলতাও বিলাসপ্রিয়তা বশতঃই এদেশের এত দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।

অতএব হে ভগিনি! এস আমরা সকলে একাগ্র চিত্তে বিদ্যা শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমরা বিনম্রাবনত মস্তকে দয়াময় পিতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কায়-মনোবাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগের এই সৎ-ইচ্ছার সহায় হউন। আমরা জ্ঞানহীনা বুদ্ধিহীনা দুর্ব্বল; তিনি আমাদিগের এই ক্ষুদ্র আত্মাকে তাঁহার বলে বলীয়ান করুন, যেন আমরা এই সংসার তরঙ্গে পড়িয়া প্রাণ না হারাই। আমরা সকলে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

অনুজ্ঞানন্দিনী রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৭ সংখ্যা } অগ্রহায়ণ ১২৯০—ডিসেম্বর ১৮৮৩। { ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৩০এ অক্টোবর আজমির নগরে হিন্দুসমাজ-সংস্কারক পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যু হইয়াছে, এ সংবাদ সমগ্র ভারতের পক্ষে শোচনীয়। অনেকে বলেন সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্যের পরে ইঁহার ন্যায় সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। গুজরাটে এক দরিদ্র পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় মথুরাতে গিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৭ সালে ইনি ভারতের নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হন। ইনি বেদকে অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেন এবং আর্য্য-সমাজ নাম দিয়া কতকগুলি ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার মতগত অনেক ঐক্য ছিল। ইঁহার মতের সারোদ্ধার করিয়া এক ব্যক্তি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

(১) দয়ানন্দ পুত্তলিকা, মন্দির, তীর্থ প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিতেন না এবং জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া অসবর্ণ বিবাহ দানের পক্ষপাতী ছিলেন।

(২) দয়ানন্দ হিন্দু দেবদেবীর পূজা উঠাইয়া বেদোক্ত একেশ্বরের সরল পূজা-বিধি প্রচলনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন।

(৩) তিনি বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে উৎসাহ দান করিতেন।

(৪) বাল্যবিবাহ-প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

(৫) গোহত্যা সমুদায় ভারত হইতে উঠাইবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং তদুদ্দেশে রাজপ্রতিনিধির নিকট অনেক গুলি আবেদন পাঠান।

(৬) জাতি বর্ণ অভেদে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ যাহাতে বেদাধ্যয়নে মনোযোগী হন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

দয়ানন্দের মত ও চেষ্টা যেরূপ ছিল, তাহাতে যে প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বিপক্ষ ও উৎপীড়ক হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং অনর্গল (হিন্দী ও সংস্কৃতে) বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া সকলকেই অবাক্ হইয়া থাকিতে হইত। বেদবিহিত প্রণালী অনুসারে ১লা নবেম্বর ইঁহার শবদাহন হয়, অসংখ্য দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন।

মানুষ যে এই পৃথিবীর অনেক দিনের অধিবাসী ক্রমে তাহার অধিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুরভি লিখিয়াছেন :—

ফরিডার সমুদ্র উপকূলস্থ কোন স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে মনুষ্য পদ ও মস্তকের কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক এসাসিজ স্থির করিয়াছেন, যে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তৎ প্রদেশে মানুষ বর্ত্তমান ছিল। নিউঅরলিয়ন্সে একটা স্থানের নিম্নে উপরে উপরে ৪টা অরণ্যের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং তাহার নিম্নে একটা মানব-মস্তকের কঙ্কাল পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেন যে ৪টী অরণ্যের প্রত্যেকটী উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইতে ১৪৪০০ বৎসর এবং ৪টার প্রত্যেকটী চাপা পড়িতে ৫০০ বৎসর লাগিয়াছিল। এই হিসাবে উক্ত প্রদেশে ৫৭১০০ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ বর্ত্তমান ছিল।

বিদুষী রমা বাই খৃষ্টান হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তাঁহার সঙ্গিনী আনন্দী বাইও নাকি খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এমন সময় বিষপানে আত্মঘাতিনী হন”। রমা বাই “খৃষ্টান হউন তাহাতে দুঃখ নাই,” তাঁহার অস্থিরমতিত্বের জন্য তাঁহার বন্ধুগণ দুঃখিত।

মাঞ্চেষ্টার নগরে ওয়েলস কলেজে মহিলাগণের শিক্ষার্থ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। ইহাতে গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মণ, ফরাসী, গণিত, ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইবে। যাঁহারা ডিগ্রী পরীক্ষা দিবেন এবং যাঁহারা ইচ্ছামত বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিবেন, উভয় শ্রেণীর জন্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রবেশার্থিনীর ন্যূনকল্প বয়স ১৬ বৎসর।

সঞ্জীবনী হইতে আমরা আসামের এই সুসংবাদটী গ্রহণ করিলাম :—

“আসামে স্ত্রীশিক্ষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটীও বালিকাবিদ্যালয় ছিল না, কিন্তু উইলসন সাহেবের যত্নে অতি অল্পকাল মধ্যেই ৯০টী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫৮০টী বালিকা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ৬০০ বালিকা বালকদিগের সঙ্গে পাঠশালায় পড়িয়া

থাকে। ১৮৮১ সালে দুইটী বালিকা প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তৎপর বৎসর ৪ জন হয় এবং ১ জন মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিল।"

আমেরিকার ১২০ খানি সংবাদ পত্র নিগ্রোদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল সংবাদ পত্রের প্রত্যেকখানির গ্রাহক গড়ে এক হাজার। নিগ্রোরা এত উন্নতি করিতে পারিল, আর আমাদের রমণীরা কি হীনাবস্থাতেই থাকিবেন?

জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১টী রমণী অধ্যয়ন করিতেছেন, তন্মধ্যে ২০ জন চিকিৎসা, ১০ জন দর্শন ও ১ জন রসায়ন অধ্যয়ন করেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর অন্যতম পুত্র কনটের ডিউক সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি 'মেজর' উপাধি লইয়া মিরাটে ২ বৎসর সেনাপতির কার্য্য করিবেন। রাজপুত্র হইয়াও সামান্য কাজ করিতে অভিমান হয় না, আমাদের দেশের লোক ইহা দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুন্।

ইংলণ্ডে প্রায় এমন সপ্তাহ যায় না, যাহাতে রাজপরিবারের কেহ না কেহ কোন না কোন প্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগ না দিয়া থাকেন। নানাবিধ প্রদর্শনী, বিদ্যালয় ও শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে ইহাঁদের উৎসাহে সাধারণে উৎসাহিত হন এবং তদ্দ্বারা ঐ সকল কার্য্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তথায় শিল্প প্রদর্শন ছাড়া ফল ফুল মৎস্য ও নানাবিধ গ্রাম্য জন্তুরও ভিন্ন ভিন্ন প্রদর্শনী হইয়া থাকে। সম্প্রতি বিড়ালপ্রদর্শনী হইয়াছিল এবং আপেল কনগ্রেস নামে এক সভা হইতে আপেল ফলের প্রদর্শনী হয়। ৫০ রকমের আপেল আসিয়াছিল, আমাদের যুবরাজ এক প্রকার নূতন ও অত্যুৎকৃষ্ট আপেলের নমুনা তাহাতে পাঠান। কনিষ্ঠ রাজকুমার ডিউক অব আলবানী সস্ত্রীক হুডার্সফিল্ড নামক স্থানে একটী "Park" উদ্যান বাটিকার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, বোমণ্ট নামক এক সাহেব লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে "Vegetarian Society" নামে উদ্ভিদ্ বা নিরামিষ ভোজীদিগের এক সভা আছে, সম্প্রতি তাহার ৩৬ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে এই সভার সভ্যগণ আনন্দসূচক পত্র লেখেন, তাহা এবং সভার রিপোর্ট সভাস্থলে পঠিত হয়। অধ্যাপক নিউমান ইহার সভাপতি এবং অনেক বিদ্বান ও ধার্ম্মিক লোক সভ্য আছেন। সভার বার্ষিক আয় ১২০০০ টাকার অধিক, ব্যয় বাদে হস্তে কিছু টাকা স্থিত আছে। ইহাঁরা ১২০০০ টাকার একটী ফণ্ড

করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাঁদের যত্নে অনেক প্রকার ফলোৎপাদনের উন্নতি হইয়াছে। ইহাঁদের মতে নিরামিষ খাদ্য যেমন স্বল্পমূল্য, সেইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদ্বারা যেমন শারীরিক বল উৎকৃষ্টতররূপে বর্দ্ধিত হয়, তেমনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে। নব্য ইংরাজ নিরামিষ ভক্ত হইতেছেন, আর নব্য ভারত বিবিধ মাংসাস্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত!

ইংলণ্ডে সামাজিক বিজ্ঞান সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়, আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক ও কৃতবিদ্য ইংরাজ সভাস্থলে সমবেত হন। শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, সমাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান জন্যও ইহা হইতে অনেক অর্থব্যয় হয়। আগামী বর্ষে কানেডায় ইহার সাংবৎসরিক উৎসব হইবে, এক সময় ভারতবর্ষেও হইতে পারে। এখানে ইহার যে শাখা ছিল, তাহা কি অদৃশ্য হইল?

গত ৫ই অক্টোবর স্কটলণ্ডে ডণ্ডি কলেজ খুলিয়াছে। কুমারী বাক্সটন নাম্নী এক ধনাঢ্যা রমণী প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাতে প্রাচীন ও নব্য নানাবিধ ভাষা ও বিজ্ঞানাদির শিক্ষাদান করা হইবে, মহিলারাও অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। ধন্যা কুমারী ব্যাক্সটন, সার্থক তাঁহার অর্থ!!

চিনের দূত মার্কুইস সেং ইংলণ্ডে গিয়াছেন, ফ্রান্সেও যাইবেন, ফরাসীদের সহিত কোচিন চায়না লইয়া যে যুদ্ধের উদ্যোগ হইয়াছে, তাহা নিবারণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

বেলুচিস্থান জরীপ করিবার জন্য সসৈন্যে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি তথায় গমন করিয়াছেন।

খনা ও খনার বচন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের বিদ্যাবতী রমণীগণের মধ্যে খনার নাম সর্ব্বাগ্রে গণনা করা হয় এবং এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা 'খনার বচনের' সহিত বিশেষ পরিচিত। কি গৃহস্থালী, কি কৃষি কার্য্য, কি বাণিজ্য, কি জ্যোতিষ নানা বিষয়ে কত লক্ষ লক্ষ লোক কত কাল ধরিয়া তাঁহার নামের দোহাই দিয়া তাঁহার বচন অনুসারে চলিয়া আসিতেছেন। আর কোন্ পুরুষ বা রমণী

স্বদেশের লোকদিগের জীবনপথের নেতা হইয়া এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন? দুঃখের বিষয় এরূপ গুণবতী ও যশস্বিনী রমণীর প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় নাই এবং তাঁহার নামে যে বচন সকল প্রচলিত তাহার কোন্ গুলি তাঁহার নিজের ও কোন্ গুলি অপরের রচিত, তাহার প্রভেদ করিবার কোন উপায় নাই। পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনের জন্য তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প নিম্নে সংগৃহীত হইল, ইহার উপর যতদূর বিশ্বাস করা উচিত করিবেন। পশ্চাৎ তাঁহার বচন সকলের সমালোচন করা যাইবে।

খনা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে অর্থাৎ প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে তিনি কোন রাজার কন্যা ছিলেন, কিন্তু রাক্ষসেরা সেই রাজপরিবারের সকল লোককে ভক্ষণ করিয়া শৈশবাবস্থায় তাঁহাকে সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপে লইয়া যায় এবং কন্যা নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে প্রতিপালন করে। রাক্ষসেরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুনিপুণ ছিল। যে রাক্ষস খনাকে প্রতিপালন করে, তাহার আবার ইহাতে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাহার শিষ্যগণের সহিত খনাও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং তাহার আর কোন কাজকর্ম্ম বা ক্রীড়াকৌতুক না থাকাতে দিবারাত্রি শাস্ত্র অনুশীলনে রত থাকিতেন, ইহাতে অল্পকাল মধ্যে তিনি বিলক্ষণ বিদ্যাবতী হইয়া উঠিলেন।

খনা যখন রাক্ষসালয়ে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতেছিলেন, দৈবক্রমে তখন আর একটী মনুষ্য সন্তান তথায় আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ইঁহার নাম মিহির। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বরাহ পণ্ডিতের পুত্র। বরাহ জ্যোতিষগণনায় অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান জন্মিলে তিনি স্বয়ং গণনা করিয়া দেখিলেন, সে ১০ বৎসর মাত্র বাঁচিবে, সুতরাং অল্পকালের জন্য তাহাকে প্রতিপালন করিয়া বৃথা মায়া বাড়ান মাত্র, এই ভাবিয়া তিনি এক তাম্রকুণ্ডে স্থাপন করিয়া সদ্যোজাত শিশুকে ভাসাইয়া দিলেন। তাম্রকুণ্ড ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্র পথে চলিয়া গেল। রাক্ষসীরা সমুদ্র জলে স্নান করিতেছিল, তাম্রকুণ্ডে এই শিশুকে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্র হইল এবং গৃহে আনিয়া পুত্রের ন্যায় স্নেহে পালন করিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে যত্ন সহকারে জ্যোতিষ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করাইতে লাগিল এবং খনার যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া খনার তাহার বিবাহ সম্পন্ন করিল।

খনা ও মিহির কিছুকাল লঙ্কায় বাস করেন, কিন্তু রাক্ষসদিগের কুৎসিত আচার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। রাক্ষসেরা সর্ব্বক্ষণ তাহা-

দিগকে চক্ষে চক্ষে রাখিত, এজন্য পলাইবার পথ পাইতেন না। একদিন ইহাঁরা আহার করিতে বসিয়াছেন, এমত সময় মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া খনা দক্ষিণপদ বাড়াইলেন অর্থাৎ শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া রাখিলেন, মিহিরও তাহাই করিলেন। রাক্ষসেরা বুঝিতে পারিল, ইহারা মহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করিয়াছে, অতএব আর ইহাদিগকে বাধা দিয়া রাখা যাইবে না। তখন তাহারা ইহাদিগকে বিদায় দিল এবং এক রাক্ষসীকে খগোল, ভূগোল ও পাতাল তত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি পুস্তক দিয়া বলিয়া দিল "সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাও, পরীক্ষা করিয়া দেখিও ইহাদিগের গণনাবিদ্যা শিক্ষা ঠিক্ হইয়াছে কি না? যদি কিছু ত্রুটি আছে দেখিতে পাও, পুস্তকগুলি ইহাদিগকে দিয়া আসিবে।" সমুদ্রতীরে একটী গাভীর প্রসব বেদনা উপস্থিত দেখিয়া রাক্ষসী মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিল "বল দেখি কোন্ রঙের বাছুর হইবে?" মিহির গণনা করিয়া বলিলেন "শ্বেতবর্ণের।" কৃষ্ণবর্ণের বৎস প্রসূত দেখিয়া রাক্ষসী ভাবিল ইহাদের শিক্ষার এখনও বাকী আছে, অতএব পুস্তকগুলি মিহিরকে দিয়া বিদায় লইল। মিহির বাছুরের রঙ গণনার বিপরীত দেখিয়া জ্যোতিষ গণনা মিথ্যা মনে করিলেন এবং পুস্তকগুলি ছিঁড়িয়া জলে কেলিতে লাগিলেন। খনা নিবারণ করিয়া বলিলেন, "একটু স্থির হও, গণনা মিথ্যা হয় নাই।" পরে গাভী বৎসকে চাটিতে চাটিতে তাহার গাত্র শ্বেতবর্ণ হইল। তখন মিহির অবশিষ্ট পুস্তক যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে পাতাল তত্ত্বের পুস্তক ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং নরলোকে তাঁহাদিগের আনীত খগোল ও ভূগোলই প্রচারিত হইল, পাতাল-তত্ত্ব অবিদিত থাকিয়া গেল!

খনা ও মিহির সমুদ্র পার হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়ার্থ সসৈন্যে ঐ বনে গিয়াছিলেন, হঠাৎ ইহাদিগকে দেখিতে পান। মিহির জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে রাজা সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যান। সেখানে বরাহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বরাহ প্রথমে তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে পিতা পুত্রে পরিচয় হইল। মিহির বরাহের কয়টী সন্তান আছে জিজ্ঞাসা করাতে বরাহ বলেন, তাঁহার একটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু অল্পায়ু বলিয়া তিনি তাহাকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। মিহির জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ লগ্নে পুত্রের জন্ম হয়। বরাহ তাহার উল্লেখ করাতে মিহির বলিলেন, সে পুত্র শতায়ু, তাহার এখনও মৃত্যু হয় নাই, সে অবশ্যই কোন স্থানে জীবিত আছে। বরাহ পুনরায় গণনা করিয়া দেখিলেন তাঁহার

একটী শূন্যের ভুল হইয়াছিল, এজন্য শতস্থানে দশ বৎসর গণিয়াছিলেন। ক্রমে কথাবার্ত্তা হইতে হইতে সেই হারা সন্তানই মিহির প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন বরাহ পুত্রবধূ সহ পুত্রকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন।

খনা শ্বশুরগৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। তিনি যেমন বিদ্যাবতী, সেইরূপ সুশীলা ও গৃহকার্য্যে নিপুণা ছিলেন। তাঁহার আগমনে গৃহের শ্রী উজ্জ্বল হইল। কিন্তু অগ্নি যেমন বস্ত্রে ঢাকা থাকে না, তাঁহার বিদ্যা সেইরূপ গৃহমধ্যে আচ্ছাদিত হইয়া থাকিতে পারিল না। তাঁহার শ্বশুরের নিকট গণনার প্রশ্ন লইয়া অনেক লোক আসিত, খনা গৃহকার্য্য করিতে করিতে তাহাদিগের প্রশ্ন সকল শুনিতেন এবং শ্বশুর খড়ি পাতিয়া গণনারম্ভ করিতে না করিতে প্রশ্নের সদুত্তর তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত। ইহাতে গণক ঠাকুর এবং গণনার্থী লোক সকল অতিশয় আশ্চর্য্য হইতেন। খনার বিদ্যার কথা ক্রমে দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল এবং সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতিও বিস্তারিত হইতে লাগিল। একদিবস খনা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেখেন শ্বশুর আহার করিতে আসিতেছেন না, গৃহে শয়ন করিয়া ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি শ্বশুরের নিকটস্থ হইয়া সবিনয়ে ভাবনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্বশুর বলিলেন "মা, রাজসভায় একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে, "আকাশে কত নক্ষত্র?" কেহই তাহার উত্তর দিতে পারে নাই, আমি প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ বলিয়া বিখ্যাত, ইহার উত্তর দিতে না পারিলে আমার অপমানের অবধি থাকিবে না।' খনা বলিলেন, তাহার জন্য ভাবনা কি? আপনি আহার করুন, উত্তর লইয়া রাজসভায় যাইবেন। বরাহ বলিলেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ইহার সিদ্ধান্ত না হইলে জল গ্রহণ করিব না। খনা তৎক্ষণাৎ কয়েকটী অঙ্কপাত করিয়া আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা স্থির করিয়া বলিলেন। বরাহ তখন পরমাহ্লাদিত হইয়া ত্রস্ততা সহকারে আহার সমাপন পূর্ব্বক রাজসভায় গমন করিলেন এবং গণনার ফল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। "গণনা কে করিল?" রাজা এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে বরাহ আপনার বধূর আশ্চর্য্য বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া তাঁহার নাম করিলেন। তখন রাজা যারপরনাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, এমন নারীরত্ন আমার রাজ্যে আছেন, তাঁহাকে এখনি লইয়া আইস, আমি তাঁহাকে নবরত্নের উপরে প্রধান রত্ন করিব। এই রাজসম্মান প্রদর্শন খনার পক্ষে কাল হইল। খনার শ্বশুর দেখিলেন হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে। তাঁহার পুত্রবধূ রাজসভাস্থ হইলে তাঁহার জাতিকুলমান সকলই যাইবে, অতএব আপনার পুত্রকে আদেশ করিলেন, এখনি খনার জিহ্বাচ্ছেদ করিয়া ফেল।

ভাবিলেন, তাহার জিহ্বা না থাকিলে আর তাহার কিছু বলিবার শক্তি থাকিবে না, রাজাও আর তাহাকে চাহিবেন না। খনা পূর্ব্বে গণনা দ্বারা ঠিক্ জানিয়াছিলেন, জিহ্বাচ্ছেদে তাঁহার মৃত্যু হইবে। আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া তিনি স্বামীকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন এবং জিহ্বাচ্ছেদ করিয়া অবিলম্বে পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বলিলেন। স্বামী পিতৃআজ্ঞার অনুরোধে নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে প্রাণপ্রিয়া অসাধারণ গুণবতী ভার্য্যার রসনা দ্বিখণ্ড করিলেন এবং তাহাতেই খনার মৃত্যু হইল !!

বিজ্ঞান।

বায়ুর ভার।

আমরা চতুর্দ্দিকে যে বায়ুরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার ভার আছে শুনিলে অনেকে হয়ত বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ অর্থাৎ এক ইঞ্চ লম্বা ও এক ইঞ্চ চওড়া স্থানের উপর বায়ুর ভার প্রায় ১৫ পাউণ্ড বা সাড়ে সাত সের। মনুষ্যদেহের আয়তন ১৮০০ হইতে ২১০০ বর্গ ইঞ্চ ধরিলে, আমাদিগের প্রত্যেককে প্রতি মুহূর্ত্তে ছয় সাত মণ ভার বহন করিতে হইতেছে বলিতে হইবে। অথচ আমরা এই ভার কিছু মাত্র অনুভব করি না ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে এই ভার শরীরের সকলদিকে সমান ভাবে পরিব্যাপ্ত; এবং বহিঃস্থ বায়ুরাশি যে বলের সহিত শরীরকে চাপ দিতেছে, শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুও সেই বলের সহিত বাহিরের দিকে চাপ দিতেছে। যদি কোনও উপায়ে আমাদের শরীরের মধ্যস্থ বায়ু বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহাহইলে বাহিরের বায়ুর চাপে তৎক্ষণাৎ শরীর পেষিত হইয়া প্রাণবিয়োগ হইবে।

একটী চাবি মুখে করিয়া যদি তাহার মধ্য হইতে বাতাস টানিয়া লইয়া তাহার ফাঁকের নিকট জিহ্বা লইয়া যাওয়া যায় তাহাহইলে চাবিটী জিহ্বার সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, চাবির ভিতরের বাতাস টানিয়া লইলে, সেই বায়ু বাহিরের দিকে যে চাপ দিতেছিল তাহা আর থাকে না, অথচ বাহিরের বায়ু চাবিকে চাপিতে থাকে; এইজন্য মনে হয় চাবির ফাঁকে জিহ্বার যে অংশ আছে তাহা যেন চাবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতেছে। একবাটী দুগ্ধে একটী নলের একমুখ প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া যদি নলের অপর দিকে মুখ-

দিয়া তাহার মধ্যের সমস্ত বায়ু টানিয়া লওয়া যায়, তাহাহইলে মুখের ভিতর দুগ্ধ আসিতে থাকে। ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, নলের ভিতরের বাতাস টানিয়া লওয়াতে তাহা আর দুগ্ধের উপর চাপ দেয় না অথচ দুগ্ধের উপরিস্থ বায়ু দুগ্ধকে চাপিতে থাকে এবং সেই চাপের বলে দুগ্ধ নলের ভিতর দিয়া মুখে উঠিয়া আসে। এই সামান্য ঘটনা দুইটী বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বায়ুর ভার আছে এবং সেই ভারই এরূপ ঘটিবার এক মাত্র কারণ।

যাঁহারা অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যত উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই নিশ্বাস গ্রহণের কষ্ট হইতে থাকে। ব্যোমযান বা বেলুন যন্ত্র দ্বারা যাঁহারা অত্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই কারণে অজ্ঞান ও মৃতবৎ হইয়া পড়িতে শুনা গিয়াছে। নিম্নের বায়ু অপেক্ষা উপরের বায়ু পাতলা বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ছয় সাত মাইলের উপরে বায়ু এত পাতলা যে তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে না। উপরের বায়ু নিম্নের বায়ুকে ক্রমাগত চাপিতেছে; সেই চাপের জন্য নিম্নের বায়ু ঘন। যত উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই উপরিস্থ বায়ুরাশির পরিমাণ কমিতে থাকে বলিয়া সেই চাপেরও হ্রাস হয়; সুতরাং বায়ু পাতলা হইতে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ যত, দার্জিলিং বা সিমলা পাহাড়ে তত নহে। স্থানের উচ্চতা ভিন্ন অন্যান্য কারণেও বায়ুর চাপের তারতম্য হইয়া থাকে। সেই অন্যান্য কারণের মধ্যে জলীয় বাষ্প একটী কারণ। শুষ্ক বায়ু, অর্থাৎ যে বায়ুতে কণামাত্র জলীয় বাষ্প নাই, তাহার সহিত তুলনায় জলীয় বাষ্পের ভার প্রায় ১৩৩ একশত তেত্রিশ গুণ কম। সুতরাং যে স্থানের বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, সেস্থানের বায়ুর ভার তত অল্প। উত্তাপ অধিক হইলেও বায়ুর চাপ কমিয়া যায়।

স্থানের উচ্চতা প্রভৃতি কারণে বায়ুর চাপের যে তারতম্য হয়, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বায়ুমান বা ভারমিতি (Barometer) নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে। বিখ্যাত পণ্ডিত গালিলিওর শিষ্য টরিসেলি নামক একজন ইটালীয় বৈজ্ঞানিক এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। ৩০ ইঞ্চের কিঞ্চিৎ অধিক এমন একটী কাচের নল লও, যাহার এক মুখ একেবারে বন্ধ, সেই নলটী পারাদ্বারা পূর্ণ কর, তাহার পর একটী প্রশস্তমুখ পাত্রে পারা রাখিয়া নলের খোলামুখটী অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধ-করতঃ সেই পারার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লও। তাহা হইলে দেখিবে নলের মধ্যস্থ পারা একটু নামিয়া পড়িবে, কিন্তু তথাপি নলের মধ্যে প্রায় ত্রিশ ইঞ্চ উচ্চ একটী পারদস্তম্ভ থাকিয়া

যাইবে। পাত্রস্থ পারদের উপর বায়ুর যে চাপ পড়িতেছে, তাহার বলেই নলের মধ্যস্থ পারদ ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইয়া থাকে। যদি নলের উপরের মুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার ভিতরের পারদের উপরও বায়ুর চাপ পড়িতে দেওয়া যায়, তাহাহইলে উভয় চাপ সমান হওয়াতে তৎক্ষণাৎ নলের পারদ নামিয়া পড়িয়া পাত্রের পারদের সমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইবে। এই পরীক্ষা হইতে ভারমিতি যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন বায়ুর ভার অল্প হয়,তখন ভারমিতি যন্ত্রের নলের মধ্যস্থ পারদস্তম্ভ নামিয়া পড়ে; যখন ভারের আধিক্য হয়, তখন পারদস্তম্ভ উঠিতে থাকে। বায়ুর সাধারণ অবস্থায় সমুদ্রপৃষ্ঠে ভারমিতির পারদ প্রায় ত্রিশ ইঞ্চ উচ্চেই থাকে। কোন কারণে বায়ুর ভারের তারতম্য হইলেই তাহার ব্যতিক্রম হয়। ভারমিতির পারদের অবস্থা দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা বায়ুর চাপের তারতম্য অবগত হন।

ভারমিতি যন্ত্র নানা কার্য্যে লাগিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্থানের উচ্চতা অনুসারে বায়ুর চাপের তারতম্য হয়; যত ঊর্দ্ধে উঠা যায় বায়ুর ভার তত অল্প হয়; সুতরাং ভারমিতির পারদ নামিতে থাকে। উচ্চ পর্ব্বতে অথবা ব্যোমযান দ্বারা আকাশে উঠিবার সময় যদি একটী ভারমিতি সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে তাহার পারদের নিম্নতা অনুসারে বুঝা যাইতে পারে কত ঊর্দ্ধে উঠা গেল; কারণ উপরের বায়ুর ভার অল্প বলিয়া তাহা নলস্থ পারাকে ত্রিশ ইঞ্চ ঊর্দ্ধে রাখিতে পারে না। এমন কি পর্ব্বতের উচ্চতা অনুসারে ভারমিতির পারদ কখন ২৫ কখন ২০ ইঞ্চের দাগ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়।

জলীয় বাষ্পের সংমিশ্রণ বা অন্যান্য কারণে যদি হঠাৎ কোনও স্থানের বায়ুর চাপ কমিয়া যায়, তাহাহইলে ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা। সকল স্থানেই প্রতিদিন, এমন কি প্রতি ঘণ্টায় বায়ুর চাপের তারতম্য হইতেছে; এই তারতম্য অনুসারে বায়ুর গতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সুতরাং ভারমিতির পারদের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া, বায়ুর অবস্থা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

ভারমিতির নল যতই মোটা হউকনা, পারদ সমুদ্রপৃষ্ঠে সাধারণতঃ ত্রিশ ইঞ্চ ঊর্দ্ধেই অবস্থিত থাকে। সুতরাং যদি নলের ভিতরের ফাঁক একবর্গ ইঞ্চ পরিমাণ বিস্তৃত হয়,তাহাহইলেও পারদ ত্রিশ ইঞ্চ ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এক বর্গ ইঞ্চ-পরিমাণ বিস্তারবিশিষ্ট ত্রিশ ইঞ্চ দীর্ঘ নলে যে পারদ ধরে, তাহার ওজন প্রায় ১৫ পাউণ্ড বা সাড়ে সাত সের। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যেএক বর্গইঞ্চ পরিমিত স্থানের উপর বায়ুর চাপ সাড়ে সাত সের। যদি তাহা না হইত,তাহাহইলে কখনই সেই চাপ দ্বারা সাড়ে সাত সের

পারদ উর্দ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিত না। যদি পারদের পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা লঘু কোনও তরল পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহাহইলে ত্রিশ ইঞ্চ অপেক্ষা দীর্ঘ নল আবশ্যক হয়। পারদ অপেক্ষা জলের ভার সাড়ে তের গুণ কম। সুতরাং জলের ভারমিতি প্রস্তুত করিলে তাহার মধ্যস্থ জল পারদ অপেক্ষা ১৩½ গুণ অর্থাৎ (৩০×১৩½= ৪০৫ ইঞ্চ) প্রায় ৩৩ ফীট উর্দ্ধে উত্থাপিত হইবে। এই জন্য Pump বা জলতোলা কলের নীচের নল জলের উপরিভাগ হইতে ৩৩ ফীটের অধিক উচ্চ হইলে তাহাতে আর জল উঠে না। কারণ, বায়ুর চাপ নলের মধ্যে ৩৩ ফীটের অধিক উর্দ্ধে জলকে উত্থাপিত করিতে পারে না। এই তেত্রিশ ফীট উঠিলেই প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চে জলের ভার প্রায় ১৫ পাউণ্ড বা সাড়ে সাত সের হয়। যে পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা যত হালকা হইবে, নল ততই দীর্ঘ করা আবশ্যক হইবে। পারদ ভারি বলিয়া ছোট নলেই কাজ হয়। ছোট ভারমিতি সঙ্গে রাখায় সুবিধাও অধিক। এইজন্য সাধারণতঃ পারদের দ্বারাই ভারমিতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উপন্যাস।

কুললক্ষ্মী।

(২২৬ সংখ্যা ২১১ পৃষ্ঠার পর)

পাঠিকা ভগিনি! আশু কুললক্ষ্মীর দুঃখ মোচনের আশ্বাস পাইয়া অধিক সন্তুষ্ট হইবেন না, বিধাতা সরলার সু-কুমার দেহ শুদ্ধ দুঃখের উপকরণে প্রস্তুত করিয়াছিলেন—

"বিধি দুঃখ আহরিয়ে,তাহে বিষ মিশাইয়ে,
গড়েছিল দুঃখের মূরত্তি।"

তাহার পিতা সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা সুযোগ্যা মন্ত্রী গৃহিণী মহাশয়ার সৎপরামর্শে বাধ্য হইয়া বিবাহ স্থগিত রাখিয়া আগে ঔষধ দ্বারা কুলর মন বশে আনিতেই স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। অভাগিনী বালিকার সর্ব্ব-নাশের জন্য যে কি ভয়ানক মন্ত্রণা হইল, সে তাহার কিছুই জানে না। সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে বিনোদকে ধ্যান করিতেছে,কত সুখের আশা করিতেছে; পরক্ষণেই সাক্ষাৎ নিরাশা রাক্ষসীর ভীষণ মুখ দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে,চক্ষু মুদিয়া সেই দীনবন্ধুকে ডাকিতেছে। কুলর বিমাতা হারাণীর মার নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া দুধের সঙ্গে মিশাইয়া গোপনে কুলকে খাইতে দিল। কুল কিছু বিস্বাদ লাগাতে খাইতে আপত্তি করিল, কিন্তু বিমাতা বড় আদরে চিনি

আনিয়া দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিলেন। অভাগিনী তখন সচ্ছন্দে দুগ্ধ পান করিল। ২।৪ ঘণ্টা পরেই ঔষধ ধরিল, প্রচুর পরিমাণে ভেদ বমি আরম্ভ হইল। বাহিরের লোকে ঔষধের বিষয় কিছুই জানে না, তাহারা পীড়া মনে করিয়া চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দিতে লাগিল। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইল, সকলেই ব্যস্ত; কিন্তু পরম সুহৃদ পিতামাতার মুখে কোন ব্যস্ততার ভাব লক্ষিত হইল না, তাঁহারা পীড়ার প্রকৃত কারণ জানেন কাজেই নিশ্চিন্ত। অনেক লোক আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু কেহই কোন কাজ করিতে প্রস্তুত নয়, কেবল দর্শক মাত্র। একমাত্র সেই সুখ দুঃখের ভাগিনী হেমপ্রভা প্রাণপণে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছে। বালিকার স্নান নাই, আহার নাই, ঘুম নাই—কিসে কুলর একটু ঘুম হইবে, কিরূপে তাহাকে একটু ঔষধ কি একটু পথ্য খাওয়াইবে, সেই জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। জননী যেরূপ পীড়িত শিশুর শয্যায় বসিয়া অনিমেষে ব্যাধিনিপীড়িত শুষ্কমুখ খানির প্রতি চাহিয়া থাকেন, চাহিতে চাহিতে কখনও তাহার মুখে একটু প্রফুল্লতার রেখা দেখা যায়, কখন বা সন্তানের অবস্থা খারাপ দেখিয়া নীরবে দুটী চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে থাকে; এই সুকুমার বালিকাটীও ঠিক তদ্রূপ ব্যাকুলতা ও স্নেহের সহিত কুলর মুখ পানে দিবারাত্রি চাহিয়া আছে। ক্রমে তিন দিন পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়া কুল আরোগ্য লাভ করিল। সর্ব্বেশ্বরের কুল দেবতার অমোঘ আশীর্ব্বাদে মনটী বিলক্ষণ রূপেই ফিরিল! কিন্তু কেবল বিনোদকে ভুলিয়া যাওয়া সর্ব্বেশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইল, পরে দেখা যাইবে। সম্প্রতি দেখা গেল যে চক্ষু লাল হইয়াছে, কথার ঠিক নাই, পূর্ব্বস্মৃতি অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে—আর অধিক কথায় কাজ কি? পাঠিকা! অভাগিনী পাগল হইয়া গিয়াছে, সেই ভয়ানক তীব্র ঔষধের তেজ কোমল প্রাণে সহিতে পারে না। বিনোদ আর কি কর, আসিয়া দেখ তোমার সকল যত্ন, সকল আশা, সকল সুখ অতল জলে ডুবিয়াছে, তোমার অত আদরের সরলা আজ উন্মাদিনী হইয়াছে! কে জানে কবে দুঃখের জীবনটী অভাগিনীর দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যাইবে, বিপুল বিশ্বে তাহার কোন চিহ্ন থাকিবে না!! পাঠিকা ভগিনি! ইহা মনে করিয়া কি দুঃখ হয়? এই বিশ্বরূপ উদ্যানে অমন কত সুন্দর পরিমলপূর্ণ কুসুমকোরক কৌলীন্য-কীটদংশনে শুকাইয়া গিয়াছে কে গণনা করে? কত জীবন দুঃখময় হইয়াছে, কে তাহার সন্ধান লয়? আজ অভাগিনী কুললক্ষ্মীকে দেখিয়া তোমাদের মনে দুঃখ হইবে, কিন্তু বোন! অমন কত কুলীন কুমারী বিষপ্রয়োগে, ঔষধ সেবনে উদ্বন্ধনে নানা প্রকার অস্বাভাবিক

উপায়ে অকালে প্রাণ হারায়, তোমরা কি তা জান, না সমাজ তাহার খবর লয়?

জীবনের সমস্ত বিষয়ে এলোমেলো ঘটিলেও কুললক্ষ্মী বিনোদকে ভুলিল না। যে নাম তাহার জপ মন্ত্র ছিল—লোক গঞ্জনা ভয়ে যাহা মনে মনেই লুকাইয়া থাকিত, জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহা মুখে বাহির হইল। বিনোদ যে কলিকাতায়, একথা কুলর বেশ স্মরণ আছে; অভাগিনী আলুলায়িত কেশে ধূলিধূসরিত দেহে বিনোদের নাম গান করিতে করিতে একদিকে চলিয়া যাইত, লোকে জিজ্ঞাসিলে অসঙ্কোচে বলিত, আমার বিনোদকে দেখিতে যাই; দুষ্ট লোক খিল খিল করিয়া হাসিত, শিষ্ট লোকের চক্ষে বালিকার দুঃখে জল আসিত। সেই বিনোদ নামের গাথায় সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হইত!! তিনি রাগে দুঃখে অস্থির হইয়া কুললক্ষ্মীকে ধরিয়া আনিয়া গৃহে বদ্ধ করিতেন। কিন্তু এখন আর তাহাকে বান্ধিয়া রাখা কাহার সাধ্য? কুললক্ষ্মী এতজোরে হাত টানিয়া বন্ধন মোচন করিত যে তাহার হাতের চর্ম্ম ছিঁড়িয়া দুইখানি সুকোমল হস্ত শোণিতাক্ত হইয়া যাইত, তদ্দর্শনে সমস্ত লোক সর্ব্বেশ্বরকে বন্ধন করিতে বারণ করিত। কাজেই কুললক্ষ্মীকে শোকাভিভূতা উন্মাদিনী কোন বনদেবীর ন্যায় কখনও গভীর অরণ্যে, কখনও প্রশস্ত মাঠের একপ্রান্তে, কখনও মহা কল্লোলিনী পদ্মার পুলিনে বসিয়া গীত গাইতে দেখা যাইত। সমস্ত লোক সর্ব্বেশ্বরকে নিন্দা করিতে লাগিল। সকলেরই অনুমান হইল যে নিশ্চয় উহাকে ঔষধ দ্বারা ওরূপ করা হইয়াছে, চিকিৎসা করিতে লোকে পরামর্শ দেয়, কিন্তু যেরূপ চিকিৎসা মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, তাহাতে ভাল লোকও পাগল হইতে পারে। বন্ধন, প্রহার, অনশন ইত্যাদি নানাপ্রকার আসুরিক চিকিৎসাই অভাগিনীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। যাহাহউক হেমের অসীম স্নেহের গুণে তাহাকে বড় উপবাসী থাকিতে হয় না। হেম যদি দেখে যে কুলকে অনশনে রাখিয়াছে, তবে কিছু না কিছু আনিয়া খাওয়ায়, আপন আহারের অর্দ্ধাংশ হেম প্রতিদিনই প্রায় কুলকে প্রদান করে। কুল হেমকে ঠিক্ পূর্ব্ববৎ ভালবাসে, অরণ্যে একটী ভাল পেয়ারা পাইলে যতনে আনিয়া হেমকে দেয়, কত কি ফুল সযতনে আনিয়া হেমের মোহন বালিকা মূর্ত্তিটী সাজাইয়া অনিমেষে চাহিয়া থাকে; হেম কোন শ্রমসাধ্য কাজে প্রবৃত্ত হইলে পাগলিনী অমনি ছুটিয়া গিয়া সেই কাজটী করিয়া আসে।

কুললক্ষ্মীর জানু পর্য্যন্ত লম্বিত, রেসম বিনিন্দিত কেশরাশি অযতনে জটা হইয়া গেল, অতুল লাবণ্যময় প্রভাতের নীলাকাশ তুল্য কোমল চক্ষু দুটী বসিয়া গেল; সেই কমনীয়

দেহ মাধুরী নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া গেল। কুললক্ষ্মী প্রায়ই গৃহ হইতে বাহিরে যায়, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর অনুসন্ধান করিয়া ধরিয়া আনে। সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা কার্য্যবশতঃ অন্য এক শ্বশুরালয় গমন করেন, ঘটনা ক্রমে সেখানে তাঁহার ১০।১২ দিন গৌণ হয়, সুতরাং এখন আর কুলকে অন্বেষণ করিয়া আনিবার লোক নাই; বিমাতারও সম্পূর্ণ বাসনা যে এই বালাই শীঘ্র দূর হইলেই ভাল। সুযোগ দেখিয়া পাগলিনী এই সময়ে বাহির হইল। দণ্ড গেল, প্রহর গেল, দিন গেল, আর ফিরিল না। হেম সারাদিন পথ পানে চাহিয়া রহিল, ক্রমে রাত্রি হইল। হেম এ পাড়ায় ও পাড়ায় খুঁজিল, কেহই কিছু বলিতে পারিল না। বালিকা হেমপ্রভা ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং সারারাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া উপাধান ভিজাইল। পরদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী লোক দেখাইবার জন্য একটু এদিক ওদিক ঘুরিল, পাড়া প্রতিবাসীদিগকে খুব দু চারি কথা শুনাইল, তাহাদের অপরাধ যে কুলকে অন্বেষণ করিতেছে না। এই সূত্রে মধ্যম রকম একটী ঝগড়াও হইয়া গেল। কিন্তু আসল কার্য্যের কিছুই হইল না, কেহই একটু অধিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভালরূপ তল্লাস করিল না। ৫।৭ দিন পরে সর্ব্বেশ্বর লোকপরম্পরায় এ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া মহা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়াই শ্রুত ঘটনা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আপন কুকার্য্যগুলি পর্য্যায়ক্রমে স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল, সেই কাশির বিবাহ, ব্রাহ্মণের মৃত্যুকালীন বাক্য, কুললক্ষ্মীকে অপহরণ, পরে সেই পাদ্বশালা-নিপতিতা দুঃখিনী স্ত্রীর অবস্থা, হেমপ্রভার দ্বারা আপন অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করণ, সকলই মনে হইতে লাগিল; শেষে কুলর প্রতি যে ভীষণ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে পাগল করা হইয়াছে, তাহা মনে হইয়া সর্ব্বেশ্বরের পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। সর্ব্বেশ্বরের মনে যে দয়াবৃত্তি একেবারে ছিল না এমন নয়, কিন্তু দারুণ কুলাভিমান তাহার হৃদয়ের সমস্ত সদ্গুণ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, কুলাভিমানের কাছে তিনি স্ত্রী কন্যা সচ্ছন্দে বলিদান দিয়াছেন, আপন জীবনও সচ্ছন্দে বলি দিতে পারেন; তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন 'হায়! যে কুলর জন্য এত পাপ করিলাম সেই কুল আমার কুল ডুবাইয়া গেল'। পরে স্ত্রীর সান্ত্বনা বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কুলর যথাসাধ্য অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ১০।১২ দিন পরে অন্বেষণে কিছু ফল দর্শিল না। তিনি অনুমান করিলেন যে কুল গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে, আর কোথায় তাহাকে খুঁজিব? সুতরাং আর কিছুই অন্বেষণ হইল না।

কৃষক-বালা।

(২২৬ সংখ্যা ২০৩ পৃষ্ঠার পর)

কালগতি ও কৃষক নগর।

কাল নিশি হল অবসান;
পূরবে উদিল ভানুমান;
কেহ যায় কেহ আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে
সংসারের এই তো বিধান। ১

বাদসাহ ওমরা আমির,
ধনী, মানী, কাঙাল ফকির;
কালের কুটিল ঢেউ, নিবারিতে নারে কেউ,
আপনি বসুধা নতশির। ২

কোথা সে আদিম বেবিলান,
কারথেজ, মিসর, ইরাণ?
কোথা শূর হানিবাল, ডেরায়ুস মহীপাল,
ফেরো নিকো, সিথস্ মহান্?* ৩

কোথা রোম, কোথা সে গিরিস,
যে নামে কাঁপিত দশ দিশ?
কোথা নৃপ রমুলাস, মহাবীর হরেসাস?
সিজর, সোলন, উলিসিস?† ৪

অহো ভারতের একি সাজ!
কোথা সেই নৃমণিসমাজ?
অবনীর অবতংশ, কোথা ভানু-বিধু-বংশ
কোথা সব মুনি ঋষি আজ? ৫

সুশাণিত কালের কুঠার,
ভাঙিছে গড়িছে অনিবার;
সময়ে গিরির চূড়া, ভাঙি হয় শত গুঁড়া,
মরুভূমে খেলে পারাবার। ৬

জীবন যৌবন যেন হায়,
জলধনু নভোনীলিমায়;
অলকা সোপান সম, এই অতি চারুতম,
পুনঃ কোথা ক্ষণেকে মিশায়। ৭

সুখ দুঃখ সুধু মায়াজাল,
ক্ষণে ভাঁটা ক্ষণেকে কটাল *;
সময়ে শৃগালছানা, সিংহপুরে দেয় হানা,
ভিক্ষুবেশে ফেরে মহীপাল। ৮

কালি ছিল কৃষক নগর,
সুষমায় অমরা সোসর;
আজিতো মশান তেহ, শবোপরি শব দেহ
রাশীকৃত শব তদুপর। ৯

শকুনী, গৃধিনী করে নাট,
কেহবা মারিছে পাখসাট;

*ইরাণ—পারস্য দেশের নামান্তর। হানিবাল
...থেজ দেশীয় সেনাপতি। ফেরোনিকো ও
...সরীয় নৃপতিদ্বয়।
...রোমের প্রতিষ্ঠাতা। হরেসাস—
...ই জন মাত্র সোসর লইয়া
...সমুদ্রবৎ সেনার বিরুদ্ধে
...রক্ষা করিয়াছিলেন।
... সম্রাট। সোলন—
... উলিসিস—ট্রয়যুদ্ধ

* কটাল—অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রবল জোয়ার

কা,কা রবে যেন কাক,বাজাইছে জয়ঢাক,
শৃগাল কুকুরে মেলে হাট। ১০

মণ্ডিজালে যীশুনাম আঁকা,
পর্টুগীজ বিজয় পতাকা;
নাচিছে মৃদুল বায়; যেন আকাশের গায়,
মালাকারে উড়িছে বলাকা। ১১

একবার পাঠক সুজন,
হেথা আসি কর দরশন;
করহ এ দশা দেখে, নয়ন নীরদ থেকে
এক ফোঁটা বারি বরিষণ। ১২

এই রূপে কৃষক নগর,
হইল বিজন ঘোরতর;
বাসব,যোগীশ,চারু,খোঁজ না মিলিল কারু
একে একে চারিটি বছর। ১৩

নিষাদ ও গাভী।

ওই শুকতারা ডুবিল গগনে,
হাসিল পূরবে বালক ভানু;
মরি কি সুচারু নীল গিরি এবে,
ঝলিল গহন, শিখর, সানু *।
কুলু কুলু রবে ঝরিছে ঝরণা,
খেলিছে দামিনী মেঘের কোলে;
চায় মৃগশিশু বিলোল নয়নে,
গায় পিকবধূ ললিত বোলে। ১

খেলে তরুশির মৃদুল মারুতে,
ছড়ায় সুরভি কুসুমজালে;
বিলপিছে কেও! উছলিল কার,
দুখের সাগর এ সুখকালে?

কে গাইছে ওই বিষাদের গাথা,
মেঘনাদ সহ মিশায়ে তান,
মেঘনাদ সহ গরজি গরজি,
অচলে অচলে ছুটিছে গান। ২

"হা ধিক্ নিদয় বণিকের জাতি!
নাহিক হৃদয়ে করুণা লেশ!
কি দোষে পামর! সাধিলি এ বাদ,
অনল কৃপাণে ঢলালি দেশ?
এই কি তোদের, জ্বালিলেন যীশু,
ধরমের আলো হৃদয় মাঝ!
এই কি তোদের লেখে বাইবেলে,
অনাথের শিরে হানিতে বাজ! ৩

ছিল না মোদের অসি ঢাল যদি,
আছিল তো কাচি কুঠারী, হল!
সমরকৌশল ছিল না যদিও,
আছিল তো এই বাহুর বল!
ছিল না কি হায় কৃষক নগরে,
হাজারের মাঝে জনেক বীর;
কোথায় আছিল যোগীশ পামর,
না ছিল যদিও ধনুক, তীর।" ৪

বলিতে বলিতে মনের আবেগে,
তূণ হতে এক বাছিয়া শর,
আরোপিলা যুবা ধনুকছিলায়,
গরজিল তীর আকাশ পর।
অনিমেষ চখে চাহিলা
দরবিগলিত বাহল
আবার সে গী
ছুটিল যুবক
উতরিলা আ
তরুমূলে এক

* পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতলভূমি।

হুঙ্কারিল গাভী, অমনি সে যুবা
ঝুলি হতে তুলি লইল বেণু।
বাজিল মুরলী যুগল অধরে,
বনবাসী সবে মোহিল তানে;
মৃদুল মধুরে যেন সে বাঁশরী,
এই কটী কথা কহিল গানে। ৬

"ভালবাসা যদি শিখালে হেবিধি,
কেন ভালবাসা না টেকলে নিট?
যদি বা কুসুমে গঠিলে হে বিধি,
কেন পুনঃ তায় স্বজিলে কীট?
কেন নিরমিয়া চারু-আশা-লতা,
বিষ মেখে দিলে উহার ফলে?
হাতে হাতে যদি তুলে দিলে চাঁদ,
কেন পুনঃ তায় হরিলে ছলে? ৭

কোথায় সে চারু, ললিত মুরতি,
যোগীশ হৃদয়ে স্থচির আঁকা?
কোথা সে নয়ন, তরল চাহনি,
কেশ-জলধর, বদন ঢাকা?
কোথা সে জনক, কোথা বা সে দেশ,
কোথা আমি জটা বাঁধিয়া কেশে,
ফিরি বনে বনে অচল, গুহায়,
ধনুঃ শর হাতে নিষাদবেশে!" ৮

যোগিনী ও তাপস।

গভীর যামিনী যোগে বাটগিরি মূলে,
বিচরিছে মৃদু পদে রমণী মূরতি;
গৈরিকবসনা বামা জটাভার চুলে,
নবীন যোগিনী কোন ষোড়শী যুবতী।
নীরব শিখর সানু নীরব অচল,
নড়ে না একটী পাতা তরুবর শিরে;
রজনীর গভীরতা ভাঙিছে কেবল,
যামে যামে যামঘোষ* ফুকারি গভীরে। ১

নীরবে চলিলা বামা চাহি চারি ভিতে,
মানবের সায় সাড়া কোথা না মিলিল;
সহসা একটী আলো পাইলা দেখিতে,
সহসা নিদয় বিধি সদয় হইল।
নীরবে আলোক শিখা চাহিয়া চাহিয়া,
পশিলা ললনা এক তাপসশালায়;
ভাষিলা তাপসবরে বচন অমিয়া,
"আজি ভিখারিণী, দেব, অতিথি হেথায়"
সুধাইলা তপোনিধি উদাস নয়নে,
"দেবী বা দানববালা কে তুমি রূপসি?
কমলা, শিবানী, শচী, তাই কি গোপনে,
ছলিতে এ অভাগারে নবীনা তাপসী?"

"ক্ষম এ দাসেরে দেব, এ নহে দানব,
শিবানী, কমলা, শচী, নহে তো পাপিনী,
মরত-বাসিনী আমি অধম মানবী,
অথবা পিশাচী এক মানবরূপিণী। ৩

পুনঃ সুধাইলা ঋষি, "কহ সুলোচনে,
গভীর নিশীথকালে কে তুমি কামিনি?"
নিবেদিল ভিখারিণী মৃদুল বচনে,
"যোগীশের যোগে আমি যৌবনে যোগিনী।"
যোগীশের নামে যোগী চাহিলা চকিতে
কহিলা "মা চারুশীলা তুইকি সে তবে?
আয় মা"—বলিতে ধারা বহিল আঁখিতে,
সে মুখ নেহালি চারু চিনিলা বাসবে। ৪
আয় বাছা করি কোলে তোরে একবার,
বারেক তাপিত হিয়া হউক শীতল;

*শৃগাল।

নিবুক,ও চাঁদ মুখ নিরখি বাছার,
তনয় বিরহরূপ ভীষণ অনল।
এই কি মা,সাজে তোরে?ফিরিছ যোগিনী,
গৈরিক বসনে ঢাকি কম কলেবর।
কোথায় জনক তব? কহ সুহাসিনি,
কোথায় আছিলি এই চারিটী বছর?" ৫
"কোথায় জনক? দেব,কি আর কহিব,
ঐ আকাশের কোলে জনক আমার!
কোথায় ছিলাম? পিতঃ,কত সে বলিব,
গুহায় গহনে ছিল তনয়া তোমার।
যে দিন বণিক হায়, নিরেট পাষাণ!
মজাইল নিরদয় কৃষককুলগণ,
আসিলা তরণী পিতা; বাহিনু উজান
সজোরে তটিনী বুকে তুলিয়া লহর। ৬
নিশি দিন তর তর বহিল তরণী,
সহসা ডাকিয়া বাণ ভাসিল সে ঠাঁই,
ডুবিলা তরণী সহ জনক আপনি,
দুখ দিতে অভাগীরে বাঁচাল গোঁসাই।
না জানিবা আরো কত আছে তাঁর মনে
জনম দুখিনী, বিধি, আমায় সৃজিলা।"
বলিয়া চাহিলা চারু উদাস নয়নে,
জিবা যেন সুধাইতে আর না সুধিলা। ৭
কাতরে কহিলা ঋষি বুঝিয়া আশয়,
কি আর বলিব, বাছা, যোগীশের কথা;
চারিটী বছর আজি নিখোঁজ তনয়,
চারিটী বছর আসি মৃত জীব যথা।
যে দিন বণিক হায়, ভীষণ দহনে,
পীড়িল অনাথ সেই কৃষক সমাজে,
একাকী যোঝিলা বাছা শত যোধ সনে,
একাকী কেশরী যেন ফেরুপাল মাঝে।
অবশেষ পর্টুগীজ পিশাচ পামর,
অনলে সোণার ভূমি কৈলা ছার খার;
বাছার টুটিল বল, হইলা কাঁপর,
খসিল সে কর হতে লাঙল কুঠার।
হায় তবে নিরুপায় নিঃসহায় ভাবি,
ক্ষত দেহে গেহে গেহে পশিলা বাছনি,
বাঁচাইলা ক্ষীণজীব কত মেষ, গাভী,
কে গণিবে কত শিশু কত যে রমণী? ৯
অতঃপর পশি তব জনকের ধামে,
ভীষণ রাবণ চিতা হেরিলা সেখানে;
ছিল এক গাভী তব, ধবলিকা নামে,
তাসহ ছুটিলা বাছা ঘাটগিরি পানে।
শুনিয়াছি এবে নাকি ঘাট পরিহরি,
বিচরিছে নীলাচলে নিষাদ আকার।"
বলিতে বলিতে তনু উঠিল শিহরি,
ঝরিল মুষল ধারে নয়ন আসার। ১০

কোজাগর নিশীথে।

(চন্দ্রের প্রতি)

স্তব্ধ যামিনীর কাণে, হাসিয়া গম্ভীর হাসি,
কহিছ কি কথা?
শব্দহীন ওকি ভাষা, ভাষাহীন ওকি প্রেম
কি স্নেহ মমতা?
নীরব প্রেমের গানে এত সুধা, এত নেশা,
এত মাতামাতি?
অভিন্ন পরাণ দুটী; তুই যামিনীর কোলে
তোর কোলে রাতি।

তু দোঁহার প্রেম হেরি, উছলিত সিন্ধুজল
—উন্মাদ আকার—;
হসিত কপোল হেরি, ফুটিয়াছে কত শত
কুমুদ কহ্লার।
তুমিই প্রেমের গুরু; হেন ভালবাসা-ময়
কে আছে ভুবনে?
ঐ বিশ্বব্যাপী প্রেম, ও প্রমত্ত ভালবাসা
শিখাও এ জনে।
নীরস কবির প্রাণ, পাষাণ—পাষাণ সম,
চাহে না গলিতে;
স্বার্থের নরক ছাড়ি, আত্মহারা প্রেমপথে
চাহেনা চলিতে।
কঠোর এ জড়দেহ, শুধু মৃত্তিকার রাশি,
যদিরে ভাঙিত;
অই জোছনার প্রাণে আমার জীবন্ত আমি
প্রেমেতে মিশিত।
ঐ উছলিত জলে, ঐ বিশ্ব প্রেমকোলে
প্রাণ ঢালিতাম,
ঐ ভাষাহীন প্রেম—নীরব, জগৎটানা,—
শুধু শিখিতাম।
হৃদয়ের বনে বনে, ফুটিত যে কত ফুল
সুগন্ধি, সুন্দর;
নিস্তব্ধ সম্ভোগসুখে, ডুবিত চেতনা মোর,
ওহে শশধর!
না পিয়ে, বিলায়ে সুধা এ বিশ্বভুবনময়,
মিটিত পিপাসা;
শান্তির মুকুট পরি, এ জগতে ঘুষিতাম
তোরি ভালবাসা।

গয়াতীর্থ।

গয়া হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ, সর্ব্বস্থানের হিন্দুগণ এখানে আসিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু কাশীর ন্যায় গয়া প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। গয়াতে পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের ঘোরতর প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহাদিগকে নিহত ও পরাস্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অখণ্ড প্রতাপে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। গয়াসুর আর কেহ নয়, স্বয়ং বুদ্ধদেব; তিনি বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে অসুর শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রাদ্ধ করাই প্রথমতঃ হিন্দুদিগের গয়া আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। গয়াতীর্থের অধিকাংশ দেবতা বৌদ্ধ মূর্ত্তিসকলের ভগ্নাবশেষ ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। গয়াতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পাহাড় আছে, তাহাতে অনেক কাল হইতে অনেক যোগী তপস্যা করিয়াছেন, বুদ্ধদেবও এইস্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন।

ইতিপূর্ব্বে গয়া দুর্গম স্থান ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর রেলপথ হওয়াতে এখন হাবড়া হইতে প্রায় ২০ঘণ্টায় তথায় উপস্থিত হওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর শ[illegible]টে গাড়িভাড়া [illegible] মাত্র।

গয়ানগর প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, "বহির্গয়া" ও "অন্তর্গয়া"। বহির্গয়ার নাম সাহেবগঞ্জ, তথায় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কাছারি এবং সাহেব ও উকীল আমলাগণের বাসস্থান। ইহার রাস্তা সকল সরল ও পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত। অন্তর্গয়া পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার রাস্তা সকল সঙ্কীর্ণ ও বক্র এবং বাটীসকল ঘেঁসাঘেঁসি স্থাপিত। ইহার মধ্যে হিন্দু ভিন্ন অন্য লোকের বাসস্থান নাই। মুসলমানগণ অন্তর্গয়াতে প্রবেশ করিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ স্থানে তাহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ প্রভৃতির অধিকার নাই। তাহারা ভোর হইতে রাত্রির কিয়দংশ পর্য্যন্ত অন্তর্গয়াতে থাকিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি যাহার যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিপণি বন্ধ করত নিজ নিজ আলয়ে চলিয়া যায়। অন্তর্গয়ার চারিদিকে চারিটী ফটক আছে, এই চারি ফটকের অন্তর্গত স্থান গুলিই 'অন্তর্গয়া' বা গয়াতীর্থ নামে উক্ত হইল।

অন্তর্গয়ার রাস্তাগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রস্তর ও ইষ্টক উভয় উপাদানে নির্ম্মিত দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ শ্রেণী। ইহাদের অধিকাংশেই গয়ালীঠাকুরগণ বাস করেন। গয়াতে প্রধান তীর্থ—(১) ভীমজানু (২) গোদানভূমি (৩) মঙ্গলানিবাস (৪) দশভূজা মন্দির (৫) রামশিলা মন্দির (৬) বটতীর্থ (৭) বিষ্ণুমন্দির ও (৮) ফল্গুনদী। উপরোক্ত সকল তীর্থের প্রধান তীর্থের স্থান গয়ালি ঠাকুরের বাড়ী, কারণ সেই স্থানেই পিতৃগণের নিরয় অথবা স্বর্গবাস স্থিরীকৃত হয়।

(১) ভীমজানু—এই মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহাতে কোন বিশেষ কারু কার্য্য নাই। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম প্রস্তরোপরি একটী ক্ষয়প্রাপ্ত স্থান আছে। "কিং বদন্তি" এই, মহাবীর ভীম এই প্রস্তরের উপর জানু পাতিয়া বসিয়াছিলেন, ঐ স্থান তাঁহারই জানু দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২) গোদান ভূমি—ইহা একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মণ্ডপ। মণ্ডপের অভ্যন্তর ভাগ যে প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত রহিয়াছে, তাহারি উপরি ভাগে গরুর পদচিহ্ন আছে। কথিত আছে স্বয়ং ব্রহ্মা এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া গয়ালীঠাকুরগণকে গোদান করিয়াছিলেন, গরুগুলির পদভরে প্রস্তর ক্ষয় পাইয়াছে।

(৩) মঙ্গলা নিবাস—প্রস্তরের মন্দির, ইহাতে মঙ্গলাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

(৪) দশভুজা মন্দির বা ব্রহ্মযোনি অন্তর্গয়ার বহির্ভাগে একটি উচ্চ পাহাড় শৃঙ্গে প্রস্তর-নির্ম্মিত এই মন্দির, ইহাতে দেবী দশভূজার প্রতিমূর্ত্তি আছে। আমি অতি কষ্টে এই পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলাম। পাহাড়ে উঠিবার জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত ৪৩০টী সিড়ি রহিয়াছে। ইহার এক এক সিড়ি উচ্চে এক ফুটের ন্যূন হইবে না, সুতরাং পাহাড়টী প্রায় দুই শত সাতাশী

হস্ত পরিমিত উচ্চ। আমার শরীর সুস্থ ও সবল ছিল, তথাপি চারি পাঁচ বার বিশ্রাম না করিয়া মন্দিরে উঠিতে পারি নাই এবং মন্দিরে উঠিয়াও এতদূর ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলাম যে আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে আঁধার দেখিলাম। কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এই মন্দিরে যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধাগণ পর্য্যন্ত কাঁপিতে কাঁপিতে যষ্টিহস্তে ঠক্ ঠক্ করিয়া তথায় আরোহণ করে ও সেই দেবীর চরণে পিণ্ডদান করিয়া যায়। একটী গয়ালী বলিল যাহারা পিণ্ডদান করিতে আইসে, তাহাদের উপর দশ ভুজার দৈবশক্তি প্রযুক্ত হয়, সুতরাং তাহারা বৃদ্ধা হইলেও দৈববলে বলীয়সী হইয়া কার্য্য সাধনে সক্ষম হয়। পাহাড়ে উঠিবার কিন্তু একটী সঙ্কেত আছে আগে জানিতাম না—সমান ভাবে না উঠিয়া সর্পেরমত বক্রগতিতে সিঁড়ি সকল বাহিয়া বাহিয়া উঠিলেএকটু অধিক সময়যায় বটে, কিন্তু পরিশ্রম কম হয়। এই পাহাড়ের উপর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের যোগে একটী ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ আছে, প্রবাদ ব্রহ্মা তথা হইতে উৎপন্ন হন বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মযোনি। গয়ালীরা এখানে সতী পরীক্ষা করিয়া থাকেন অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক ইহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন তিনিই সতী। নিজে না গিয়া গয়ালীকে পয়সা দিলে সে কষ্ট করিয়া তাহার ভিতর দিয়া যায় এবং তাহাতে সতীত্ব সাব্যস্ত হয়। ব্রহ্মযোনিতে একটী কুণ্ড আছে মহাত্মা চৈতন্য তাহাতে স্নান করিয়া দিব্য জ্যোতি লাভ করিয়াছিলেন।

(৫) রামশীলা মন্দির। পূর্ব্বোক্ত পাহাড়স্থ মন্দির হইতে এটী কিছু নিম্ন। যাহারা সম্পূর্ণরূপে গয়া কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে আইসেন, তাঁহাদের ঐ স্থলে যাইয়াও পিণ্ডদান করিতে হয়। পাহাড়ের উপরি ভগে ও মন্দিরের পার্শ্বে ছায়াযুক্ত সুন্দর বসিবার স্থান আছে। ইহাতে একটী ঝরণা নামিয়াছে।

(৬) বটতীর্থ।—এস্থলে একটী বটগাছ আছে। পৌরাণিক বৃত্তান্ত এই যে যখন প্রলয় কালে সমস্ত পৃথিবী জলে আপ্লুত হইয়াছিল, তখন শ্রীহরি এই বটবৃক্ষের একটী পত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া ছিলেন—তজ্জন্যই হরিকে "বটপত্রশায়ী" বলিয়া থাকে। গাছটীর নাম অক্ষয়বট। জনশ্রুতি ইহা সৃষ্টির আদিম কাল হইতে আছে, কিন্তু দেখিয়া বড় অধিক দিনের বোধ হইল না।

(৭) বিষ্ণুমন্দির—এই মন্দির ফল্গু নদীর তটে নির্ম্মিত,দেখিতে বড়ই সুন্দর, বৃহৎ ২ প্রস্তর খণ্ড সকল খাঁজ ২ করিয়া কাটিয়া পরস্পরের দৃঢ় সংযোগ দ্বারা বিনির্ম্মিত, তাহাতে বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইহার উপরিস্থ তিনটী চূড়া স্বর্ণপাতে মণ্ডিত। ইহার অভ্যন্তরে একটী কুণ্ড আছে, এই কুণ্ড মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর পদচিহ্ন রহিয়াছে,

যাত্রীগণ গোত্রাদির নাম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি মৃত ব্যক্তির নামে এক একটী পিণ্ড ঐ বিষ্ণুপদে প্রদান করিয়া থাকে। দেখিলাম একজন গয়াযাত্রী অনেকগুলি মৃত ব্যক্তির নাম করিয়া পিণ্ড দিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন আর নাম স্মরণ হয় না, তখন পুরোহিত ঠাকুর বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত ভাষার খিচুড়ি স্বরূপ, একটী মন্ত্র পাঠ করাইলেন। মন্ত্রটী যতদূর স্মরণ হইল শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনা না করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"ভুলে চুকে নাম না জানি,
গোত্র না জানি পিতাকুল
মাতা কুল গুরুকুল,
শ্বশুরকুল, ঘরেতে, বাহেরতে
দুঃখেতে কষ্টেতে.
অগ্নিজ্বরে, সর্পকাটে, বাঘমারে,
গর্ভতুয়ে, জলে,ডুবে,
ভূত হোয়, প্রেত হোয়, পিশাচ
হোয়, যো কেউ হামারা
হাতকা পিণ্ডকা পাণিকা
আশা করে, পিয়াসা করে,
ব্রাহ্মণ কা বচন তে সমস্ত
পিতর বিষ্ণুপদমে বৈকুণ্ঠবাস।„

যতদূর বুঝিতে পারিলাম অস্যার্থঃ—

ভ্রম বশতঃ পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরুকুল, শ্বশুরকুল প্রভৃতি যে কাহারও নাম এবং গোত্র বিস্মৃত হইয়াছি, ঘরেই হউক আর বাহিরেই হউক দুঃখে, কষ্টে, অগ্নিজ্বরে, সর্পাঘাতে ব্যাঘ্রদ্বারা আহত হইয়া, গর্ভস্রাব হইয়া অথবা জলে ডুবিয়া যে পিতৃগণ দেহত্যাগ করিয়া অপমৃত্যু হেতু ভূত, প্রেত পিশাচ প্রভৃতি অপদেবতা হইয়া ঘুরিতেছেন এবং আমার হাতের পিণ্ড ও জলের আশা ও প্রার্থনা করিতেছেন, ব্রাহ্মণের বচনেতে তাহারা বিষ্ণুপদে বৈকুণ্ঠবাস প্রাপ্ত হইল।" এই মাত্র পাঠ করিয়াই বিষ্ণুপদে সর্ব্বশেষে একটী পিণ্ডদান করিতে হয় এবং তাহাতেই অনুক্তনামা আর আর পুরুষ উদ্ধার পায়। বিষ্ণুপদে একটী উদার ভাব দেখা গেল অতি নীচজাতীয় হিন্দুরও তথায় যাইবার ও তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার আছে।

বিষ্ণু মন্দিরের আশে পাশে অনেক দেবালয়, দেবমূর্ত্তি ও তীর্থ স্থান আছে। ফল্গু পার হইয়া বিষ্ণু মন্দিরের পথেই গদাধরের মূর্ত্তি, তিনি গয়াসুরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আছেন। তৎপরে পথপার্শ্বে গণপতির মূর্ত্তি। বিষ্ণু মন্দিরের একদিকে এক স্বতন্ত্র বাটীতে শ্বেতপ্রস্তরে লক্ষ্মীনারায়ণ ও তৎসঙ্গে অহল্যাবাইর একটী সুন্দর মূর্ত্তি দেখা গেল। সে মূর্ত্তিতে যেন বিনয় ও পবিত্রতা মাখান রহিয়াছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে মাতৃষোড়শী বলিয়া ষোড়শ স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত চাঁদনীর মত একটী স্থান আছে। তথায় এক এক স্তম্ভের নিকট মাতাকে পিণ্ডদান করা হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থা হইতে জননী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সন্তানের

জন্য যত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার এক একটী স্মরণ করিয়া মাতৃ-শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা হৃদয়ের বড়ই প্রীতিকর।

(৮) ফল্গুতীর্থ ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা। সূর্য্যের প্রখর কিরণে উহার গর্ভস্থ উত্তপ্ত বালুরাশি অথবা প্রস্তরচূর্ণ পর্য্যটক মাত্রের পদতল দগ্ধ করিয়া ফেলে, কিন্তু ইহারই অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ভাবে অতি পরিষ্কৃত স্বচ্ছ জল রহিয়াছে, সময় সময় তাহাতে মৎস্যও পাওয়া যায়। হস্ত পরি-মিত গভীর গর্ত্ত করিলেই সুন্দর জল বাহির হয়। গয়ালীগণ স্নান ও তীর্থ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে ইহার মধ্যস্থ অল্প-পরিসর কতক স্থানের বালু উঠাইয়া ফেলিয়াছেন, উহারই মধ্যে যে জল আছে, তাহাদ্বারা সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এ স্থলেও পূর্ব্বোক্তরূপে মৃত ব্যক্তি সকলের পিণ্ডদান করিতে হয়।

সম্রাট ও কৃষক।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট্ আইবান রুসিয়া সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। প্রজাদিগের অবস্থা কিরূপ, ইহা জানিবার জন্য তিনি সামান্য লোকের বেশ ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। একদিন মস্কৌ নগরের নিকট একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং বড় পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন এইরূপ ছল করিয়া পল্লীবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধান বস্ত্র জীর্ণ, আকৃতি মলিন, কিন্তু ইহা দেখিয়া কাহারও মনে দয়ার উদ্রেক হইল না, সকলেই তাঁহাকে সামান্য ভিক্ষুক জ্ঞানে তাড়াইয়া দিল।

পল্লীবাসীদিগের নিষ্ঠুরাচরণে সম্রাট্ দুঃখিত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমত সময় গ্রামের এক প্রান্তে একখানি কুটীর তাঁহার নয়নগোচর হইল। দেখিয়া বোধ হইল, গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীনাবস্থ লোক সেখানে বাস করে। ছদ্মবেশী সম্রাট্ তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। এক কৃষক দ্বার খুলিয়া 'কি চাই ?' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সম্রাট বলিলেন "ভাই! পথশ্রমে এবং ক্ষুৎপিপাসায় আমি মৃতপ্রায়। আজিকার রাত্রির জন্য তোমার গৃহে একটু স্থান দিতে পার ?" কৃষক বলিল "আহা! গরিবের বাড়ীতে এমন অসময়ে আসিয়াছ, আমার স্ত্রী বড় পীড়িত, তোমার সেবা যে কিছুই হইবে না। যা হউক, ভাই ভিতরে এস, শীতের হাতটা অন্ততঃ এড়াইতে পারিবে, আর আমাদের যা

আছে, তাই ভাগাভাগি করিয়া আহার করিব।"

কৃষক তৎপরে সম্রাট্‌কে একটী ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া গেলেন, ছোট ছোট ছেলেতে ঘর খানি পরিপূর্ণ। দুইটী শিশু দোলায় শুইয়া আছে। ৫ বৎসরের একটী বালিকা একখানি ছেঁড়া কাপড়ের উপর শয়ান রহিয়াছে। কৃষক বলিল "ভাই। এই খানে, বসো, তোমার জন্য কিছু খাবার যোগাড় করিয়া আনি।"

কৃষক অল্পক্ষণের মধ্যে কিছু কাল রুটী, ডিম্ব ও মধু লইয়া আসিল এবং বলিল "এই বই আর আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু আমার সন্তানগণের সহিত ইহা ভাগ করিয়া খাও, আমার স্ত্রীর শুশ্রূষার জন্য আমাকে ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে।"

সাধু কৃষক এই কথা বলিয়া পত্নীর নিকট গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটী ক্ষুদ্র শিশুকে কোলে লইয়া আসিয়া বলিল "কল্য এই শিশুটীর নামকরণ হইবে।" সম্রাট শিশুটীকে আপনার ক্রোড়ে লইলেন এবং বলিলেন "ইহার চেহারা দেখিয়া বোধ হয়, এ বড় ভাগ্যবান্ হইবে।"

দুইটী বড় বড় বালিকা কিছুক্ষণ পরে আসিল এবং শিশুর মুখচুম্বন করিয়া আপনাদিগের শয্যায় শয়ন করিতে গেল। পরে তাহাদিগের পিতামহী আসিয়া শিশুকে দোলায় লইয়া শোয়াইলেন। ছোট ছোট শিশু গুলি তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। তৎপরে কৃষক নিম্নে একটী খড়ের বিছানায় শয়ন করিল এবং সম্রাটকেও তাহার একপার্শে শয়ন করিতে আহ্বান করিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে গৃহস্বামী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইল।

রাত্রি প্রভাতে কৃষক শয্যা হইতে উঠিল। তখন রাজ-অতিথি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন "ভাই! আমাকে মাস্কো যাইতে হইবে। সেখানে আমার পরিচিত একটী দয়ালু লোক আছেন, আমার প্রতি তুমি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছ, তাহা তাঁহার নিকট বলিব। তিনি তোমার নবকুমারটীর ধর্ম্মপিতা হন, এজন্যও তাঁহাকে অনুরোধ করিব। আমি তোমার পুত্রের নামকরণে উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি, ৩ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে, এইটী অঙ্গীকার কর।"

সম্রাট চলিয়া গেলেন। ৩ঘণ্টা হইয়া গেল, তথাপি অতিথি উপস্থিত হইল না। তখন আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই এই মনে করিয়া কৃষক যেমন শিশুটীকে লইয়া ধর্ম্মমন্দিরে যাইবার উদ্যোগ করিবে, এমন সময় হঠাৎ শত শত অশ্বের পদধ্বনি এবং শকটের ঘর্ঘর শব্দ শ্রুত হইল। সে তখনি পরিজনবর্গকে ডাকিয়া বলিল "এস এস, সকলে এস, সম্রাট এই পথ দিয়া যাইতেছেন।" বাটীর সকলে দৌড়া দৌড়ি আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল।

অশ্ব, পদাতি ও শকট সকল দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল এবং সম্রাটের রত্নযান কৃষকের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া থামিল। সম্রাট গাড়ী হইতে নামিয়া কৃষকের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমি তোমার পুত্রের ধর্ম্ম পিতা হইব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, এখন তাহা পালন করিতে আসিয়াছি। আমার কোলে তোমার শিশুটীকে দেও এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে আইস।" কৃষক এই কথা শুনিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং এক দৃষ্টে সম্রাটের মুখপানে তাকাইতে লাগিল। রত্নালঙ্কারভূষিত সেই রাজমূর্ত্তি সমস্ত রাত্রি তাহার পার্শ্বে তৃণশয্যায় শয়ান ছিল, ইহা কোনমতেই মনে ধারণ করিতে পারিল না।

অতঃপর সম্রাট্ বলিলেন "গত-রাত্রে তুমি আতিথ্যধর্ম্ম পালন করিয়াছ। আজি আমি সাধুতার পুরস্কার দান যে আনন্দকর রাজধর্ম্ম তাহা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। তোমার শিশুটীর আমি অভিভাবক হইলাম, কারণ তোমার স্মরণ আছে আমি বলিয়াছিলাম, সে ভাগ্যবান্ হইবে।"

সাধু কৃষক তখন ঘটনাটী সমুদায় বুঝিতে পারিল! আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হইয়া সে দৌড়িয়া শিশুটীকে আনিতে গেল এবং সম্রাটের চরণতলে অতি সম্ভ্রমে তাহাকে স্থাপন করিল। সম্রাট্ শিশুটীকে কোলে করিয়া উপাসনামন্দিরে লইয়া গেলেন।

সম্রাট্ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ পালন করিলেন। তিনি বালকটীকে আপনার প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, তাহার জীবিকার জন্য ভূসম্পত্তি দান করিলেন এবং ধার্ম্মিক কৃষক ও তাহার পরিজনগণের উপর যাবজ্জীবন রাশি রাশি রাজ-প্রসাদ বর্ষণে ক্ষান্ত হইলেন না।

আখ্যায়িকা মালা।

১। কোন সময় এক বাদসাহ হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে করিতে পথে এক গরিব বালককে দেখিলেন—দেখিয়া তাঁহার মনে কেমন ভালবাসার উদয় হইল। তিনি বালককে তৎক্ষণাৎ হস্তীর উপর উঠাইয়া লইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। পরে বালকটীর শিক্ষার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং সে অল্প-কালের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিল। বাদসাহ প্রিয়পাত্রের এইরূপ উন্নতিদর্শনে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহে এবং আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি বলে সে উত্তরোত্তর উচ্চপদে উত্থিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইল। একটী

দরিদ্র সন্তানের এইরূপ অভ্যুদয় দেখিয়া বাদসাহের উজীরেরা বড়ই ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন এবং কিসে তাহার অনিষ্ট সাধন করিবেন সেই চেষ্টায় রহিলেন। প্রধান মন্ত্রী প্রতিদিন সমুদায় রাজকার্য্য সমাপন করিয়া ধনাগারে প্রবেশ করিতেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রায় দুই ঘন্টা কাল তথায় থাকিয়া বাহিরে আসিতেন। উজীরেরা একদিন বাদসাহকে নির্জনে পাইয়া বলিলেন "বাদসাহবন্দ, আপনি অজ্ঞাতকুলশীল একটী দরিদ্র সন্তানের হস্তে সমুদায় সাম্রাজ্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু তাহার সকল কার্য্যের কি সন্ধান রাখেন?" বাদসাহ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "এরূপ বলিবার কারণ কি?" তাঁহারা বলিলেন "ঐ ব্যক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাজকোষে যায় এবং সেখানে গোপনে অনেকক্ষণ থাকে; বোধ হয় অর্থ সকলের অপচয় করিয়া থাকে। আপনি এ বিষয়ের একবার অনুসন্ধান করিবেন।"

উজিরেরা বিদায় লইলে সম্রাট মনে মনে স্থির করিলেন গোপনে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে। পরে তিনি নিজে একস্থানে এরূপ ভাবে লুকায়িত রহিলেন যে ধনাগারের ভিতরের ব্যাপার দেখা যায়। তিনি দেখিলেন সায়ংকাল হইবামাত্র সত্য সতই প্রধান মন্ত্রী ধনাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে একে একে আপনার পরিচ্ছদ গুলি খুলিয়া ফেলিয়া শতগ্রন্থি ছিন্ন মলিন একখানি বস্ত্র অতিযত্নে পরিধান করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং করযোড়ে উদ্ধনেত্রে বলিতে লাগিল "হে জগদীশ্বর! আমি অতি গরিব, আমি যে অবস্থার লোক, তা তুমি জান; আমি যেন ইহা কখনও ভুলিয়া না যাই। আমি যে বাদসাহের বিশ্বাসভাজন হইয়া অতি উচ্চ পদ লাভ করিয়াছি সে কেবল তোমারই কৃপাতে। প্রভু! আমি যেন বিশ্বাসী হইয়া মনিবের কাজ করিতে পারি, কখনও যেন ধন ঐশ্বর্য্যে বিচলিতচিত্ত এবং অহঙ্কারী ও অন্যায়াচারী হইয়া তোমার কৃপার অনুপযুক্ত না হই।" এই কথা বলিতেছে আর তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতেছে। বাদসাহ তাহা দেখিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং প্রধান মন্ত্রী ধনাগারে প্রতিদিন গোপনে এই কার্য্য করে, বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তি অটল হইল। মন্ত্রী অনেকক্ষণ দীনভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিলেন। পরে ছিন্ন বস্ত্র খানি ছাড়িয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন এবং আপনার পোশাক পরিয়া ধনাগার হইতে বহির্গত হইলেন। পর দিন বাদসাহ উজীরগণকে বলিলেন "আমি বেশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, এ ব্যক্তির মত বিশ্বাসী ভৃত্য আমার আর নাই।" এই দরিদ্র সন্তানের ন্যায় সকলে আপনার আপনার পূর্ব্বাবস্থা যদি স্মরণ রাখিতে পারেন, জীবনের অনেক উপকার হয়।

ঐতিহাসিক গল্প।

রোমরহস্য।

(২২৪ সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

ভগিনি! আমি তোমাকে রোমরহস্য নামে এক মহাপ্রস্তাব শুনাইতে বসিয়াছি। বৃদ্ধা পিতামহীর প্রমুখাৎ ভূত প্রেত-পরী সম্বন্ধিনী উপকথা শ্রবণকালে তোমার চিত্তের যতটুকু একাগ্রতা জন্মিত,আমার আখ্যায়িকায় তাহার শতভাগের এক ভাগ জন্মিলেও বুঝিতে পারিবে যে রোমীয় ইতিহাস এক অমূল্য সুধাভাণ্ডার। এ কল্পবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া যাহা প্রার্থনা করিবে,তাহাই লব্ধ হইবে। পৃথিবীতে এমন দৃশ্য কি আছে,যাহা এই রঙ্গশালায় অভিনীত হয় নাই? সীতার ন্যায় সাধ্বী, কৈকেয়ীর ন্যায় কুটিল-প্রকৃতি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পুণ্যাত্মা, দুর্য্যোধনের ন্যায় বিধর্ম্মী, ভীষ্মের ন্যায় বীর, বিরাট রাজকুমার উত্তরের ন্যায় কাপুরুষ —এই সর্ব্ববিধ চিত্রই রোমরূপ অপূর্ব্ব চিত্রপটে জাজ্বল্যমান প্রতিভাত দেখিতে পাইবে। অবতরণিকার বাহুল্যে প্রয়োজন নাই; এক্ষণে মূল প্রবন্ধ আরম্ভ করা যাইতেছে, নির্বিঘ্নচিত্তে শ্রবণ কর।

রমুলাস এত যত্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পর রোমনগরী বা এক মহাশ্মশান রচনা করিলেন। হয় তো বা ভগিনি, তুমি আমার কথায় অবাক্ হইয়াছ এবং ভাবিতেছ, সে কি? তবে রমুলাস কি এত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া করিলেন!—তিনি কি কোন মরুক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর উত্তোলন করিয়াই কীর্ত্তির পরাকাষ্ঠা হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ঠিক্ তা নয় বটে; কিন্তু যেখানে জনপ্রাণীর সমাগম নাই, সমাজের কোলাহল নাই, তাদৃশ ভূমি নন্দনকানন হইলেও তাহাকে শ্মশান বই আর কি বলিব? আদিম রোমের অবস্থাও তো তাই। রমুলাস প্রাচীর, গৃহ, রাজপথ একে একে সমস্তই নির্ম্মাণ করিলেন; কিন্তু কাহার জন্য? রাজা তো তিনি স্বয়ং, আর সভাসদের মধ্যে তাঁহার অনুচরবর্গ; এতদ্ভিন্ন প্রজা তো কেহ মিলিল না। তিনি অট্টালিকা, দেবালয়,দীর্ঘিকা সকলই তো সৃষ্টি করিতে পারিলেন, কিন্তু কৈ মনুষ্য তো সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না। অতএব সেই জনপ্রাণিশূন্য জনপদে তিনি প্রজাশূন্য রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। ভগিনি, তাই বলিতেছিলাম রমুলাস এত পরিশ্রমে রোম নগরী বা এক মহাশ্মশান রচনা করিলেন।

যাহাহউক রমুলাস পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার লোক ছিলেন না। তিনি উদ্যমবিহীন শিথিলচর্ম্ম বাঙ্গালী নহেন; তিনি প্রকৃত

বীর, প্রকৃত রোমীয়, প্রকৃত বুদ্ধিজীবী মনুষ্য। তিনি অচিরাৎ এক আশ্রয়মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং দেশ দেশান্তরে এই ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন "কারাবাসী হও, ঋণগ্রস্ত হও, ক্রীত দাস হও, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হও, যে যে রূপ দুরবস্থাপন্ন হও না কেন, আমার এই আশ্রয় মন্দিরে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সেই দুর্দ্দশা অপনীত হইবে।" রোমাধিপতির এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণে নানা দিগ্‌ দেশ হইতে চোর দস্যু প্রভৃতি কুস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ দলে দলে সমাগত হইয়া সেই জীবশূন্য রোমনগরীকে সহসা জনকোলাহলপরিপূর্ণ করিল।

কিন্তু আবার এক বিষম সমস্যা উপস্থিত—সকলেই পুরুষ, কেহইতো স্ত্রীলোক নহে। একমাত্র পুরুষ কর্ত্তৃক সমাজ সংগঠিত হইবে কি রূপে? সংসার-ধর্ম্মইবা প্রতিষ্ঠিত হইবে কি রূপে? প্রজাগণ, অনবরত অসন্তোষ প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল "মহারাজ! আপনি আপনার শূন্য রাজত্ব করুন; আমরা বিদায় হই। এই শ্মশান ক্ষেত্রে আর বাস করিতে পারিতেছি না। আমরা বরং সেই চির পরিচিত কারাশৃঙ্খল বা দাসত্ব শৃঙ্খল পরিধান করিব; পুনরায় দুর্ব্বহ ঋণভার বা শোণিতশোষী দারিদ্র্য ভার অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব, তথাপি এই স্ত্রীহীন বা শ্রীহীন রাজ্যে বাস করিব না।" রমুলাস মহা বিভ্রাটে পতিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন তিনি দুস্তর জলনিধি পার হইয়া অন্তিমে কূলে নৌকা ডুবাইতে বসিয়াছেন; তথাপি হতাশ্বাস বা ভগ্নোদ্যম হইলেন না। প্রতিবাসী ল্যাটিন, স্যাবাইন প্রভৃতি জাতির নিকট অতি বিনীত ভাবে কন্যা যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই গর্ব্বিত বাক্যে উত্তর প্রদান করিল "আমরা ঈদৃশ দুশ্চরিত্র ও জাতিচ্যুত ব্যক্তিগণকে কন্যা দান করিয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহি। রমুলাস দেখিলেন আর অনুনয় বিনয়ের সময় নাই। অমাত্যগণসহ পরামর্শ ক্রমে স্থিরীকৃত হইল, যাহা প্রার্থনায় সিদ্ধ হয় নাই, তাহা ছলনা ও বাহুবলদ্বারা সংসাধিত হইবে।

অবিলম্বে দেশ বিদেশে বিজ্ঞাপিত হইল, কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে কনসাস দেবের অর্চ্চনা উপলক্ষে রোমে এক মহা সমারোহ হইবে এবং দর্শকবৃন্দের যথোচিত সম্মান ও পরিচর্য্যার ত্রুটি হইবে না। নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল, রোমে আর দর্শকবৃন্দের সমাবেশ হয় না। ল্যাটিন, স্যাবাইন প্রভৃতি প্রতিবাসিগণ স্ব স্ব স্ত্রী পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে রঙ্গস্থলে উপনীত হইল। উৎসবের অনুষ্ঠানও অপরিসীম, সর্ব্বত্রই মহা আমোদ—অশ্বচালনা, গজ-যুদ্ধ, মল্ল-ক্রীড়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শিত হইতেছে; কোথাও গায়কগণ বিশুদ্ধ তানলয় সম্মিলিত

সুস্বর সংগীতলহরীতে শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে; কোথাও বা কৃত্রিম যুদ্ধকালীন গম্ভীর তূর্য্যনাদে দিঙমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে। দর্শকগণ এতাদৃশ উৎসব সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকালের জন্য যেন সংসার ও সংসারের দুঃখ চিন্তা ভুলিয়া যাইতেছে; মনে ভাবিতেছে এতদিনে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ দূরীকৃত হইল—যাহা দেখি নাই অদ্য দেখিলাম, যাহা শুনি নাই অদ্য শুনিলাম, জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইল—রোমের নবাধিপতির প্রসাদে নরলোকে বসিয়া দেবলোকোচিত সুখাস্বাদনে সমর্থ হইলাম।

কিন্তু হায়! একি! এই শারদ চন্দ্রিকা প্রতিভাসিত নির্ম্মল গগনে প্রবলরূপী প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ুর আবির্ভাব কেন? এই সুরসংরক্ষিত অলকাধামে দানবগণের ভৈরব হুংকার কেন? এই প্রসন্ন-সলিলা পুণ্য সরোবরে পাপরূপ কাল কুম্ভিরিণীর বিকট আস্ফালন কেন? ঐ দেখ, ঐ দেখ, পিশাচরূপী রোমীয় সৈন্যগণ উলঙ্গ তরবারি হস্তে দর্শক মণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশুবলে কুমারীগণকে আকর্ষণ করিতেছে। নিঃসহায় বালিকা ব্যাধজালে আবদ্ধ মৃগশিশুর ন্যায় আর্ত্তনাদে আকাশতল বিদীর্ণ করিতেছে। মর্ম্মাহতা জননী যুগপৎ বাষ্পবারি, ও অত্যাচারিদিগের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা যোড়করে, ঊর্দ্ধমুখে ধর্ম্মকে সাক্ষী করিতেছেন। যুবক ভ্রাতা ভগ্নীর উদ্ধারার্থ প্রাণপণে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! ক্ষুধাপ্রপীড়িত ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল সম্মুখে নিরস্ত্র পথিক কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? বা কাল ভুজঙ্গের দন্ত হইতে ক্ষীণপ্রাণা মণ্ডুকীরে কে রক্ষা করিতে পারে? তাই বলি ভ্রাতঃ লাটিনীয়! ভ্রাতঃ স্যাবাইনীয়! নিরস্ত হও। দস্যু তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, করিতে দাও। অমূল্য জীবন ধনে বঞ্চিত হইও না। সময়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিও, ধর্ম্ম তোমার সহায় হইবেন। সম্প্রতি অনাথনাথ কাঙালশরণ ঈশ্বরকে সাক্ষী কর। তিনি তো দর্পহারী, অচিরাৎ দাম্ভিকের দর্প অবশ্য চূর্ণ করিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। ১লা ডিসেম্বর লর্ড রিপণের কলিকাতা আগমনে যেরূপ সমারোহ হইয়াছে, এপর্য্যন্ত কোন রাজপ্রতিনিধির আগমনে তাহা হয় নাই। হাবড়া ষ্টেসন হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত দুধারি বালক যুবা বৃদ্ধ অসংখ্য লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া উৎসাহের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছে। শকটারোহণে অনেক ভদ্রলোক এবং দেশীয় মহিলা তাঁহার অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন।

গীতবাদ্য জয়ধ্বনি ও নানা পাখা সংবলিত পতাকা উডীয়মান হয়। রাত্রে নগর আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল।

২। বিবি ফর্ষ্টার ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী নামক দাতব্য সভায় ৪০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। সভার ঋণ শোধ হইয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা কুষ্ঠরোগীদিগের আশ্রমের সাহায্যে ব্যয়িত হইবে।

৩। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যে ছাত্রীটী অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহার জন্য কলেজের অধ্যক্ষেরা শবচ্ছেদের স্বতন্ত্র গৃহ দিয়াছেন এবং একজন মার্কিন স্ত্রী ডাক্তারকে তাঁহার সাহায্যার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা অতি সুব্যবস্থা হইয়াছে।

৪। কলিকাতার বিখ্যাত সদ্বিদ্বান্ ও দেশহিতৈষী বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় ব্যথিত হইলাম। ইনি স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীজাতির উন্নতির একজন প্রধান সহায় ছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এজন্য চিন্তা ও লেখনী চালনা করিতে বিরত হন নাই। ইঁহার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

৫। মান্দ্রাজে দুইজন দেশীয় স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ের ইন্স্পেক্টর,ইহাঁদিগের নাম কুমারী রাজাগোপাল ও কুমারী গোবিন্দ রজলু।

৬। আমেরিকায় কলে হাঁসের ডিম প্রস্তুত হইতেছে। ঘণ্টায় না কি ১০ হাজারের অধিক হয় এবং ইহা আকার, গঠন ও আস্বাদনে হংসডিম্বের মত।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খুলিয়াছে। পরাহ্ণ সাড়ে ৪টার সময় রাজকুমার ডিউক অব কনট, রাজপুত্রবধূ ডচেস অব কনট, রাজ-প্রতিনিধি লর্ড রিপণ বাহাদুর, মার্শিয়ানেস রিপণ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গবর্ণর ফর্গুসন সাহেব মেলার প্রধান দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর টমসন সাহেব প্রদর্শনী কমিটী সমভিব্যাহারে যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করেন। একদল ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য প্রবেশ দ্বারে সশস্ত্র উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদর্শন করে। পরে, জাতীয় গান হইলে কলিকাতার বিশপ মেলার মঙ্গলার্থ আশীষ উচ্চারণ করেন। মেলা কমিটীর সহকারী সভাপতি প্রদর্শনীর রিপোর্ট পাঠ করিলে ছোট লাটের প্রার্থনায় বড় লাট বাহাদুর প্রদর্শনী খোলা হইল ব্যক্ত করিলেন। লর্ড রিপণ বাহাদুর এতদুপলক্ষে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। দুঃখের বিষয় বৃষ্টির জন্য সমারোহের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। শঙ্করাচার্য্য, মূল্য ৵ আনা—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্ত, এম, এ, যে একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে সংক্ষেপে মহাত্মা শঙ্করের জীবনী ও ধর্ম্মমত সমালোচিত হইয়াছে।

২। ভাষাশিক্ষা, মূল্য ।/ আনা— বাঙ্গালা ভাষায় রচনা শিক্ষার সহকারী এরূপ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাদ্বারা ছাত্রগণের বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৩। ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী— শ্রীবামাপদ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। আমাদের দেশ কি প্রণালীতে শাসিত হইতেছে, এখানে রাজা প্রজার সম্বন্ধ কিরূপ, রাজ্যের আয় ব্যয় কিরূপ হইয়া থাকে, এ সকল বিষয় জানা সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোক সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এই পুস্তকখানিতে এ সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জ্ঞাত হওয়া যায়। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ে এবং সাধারণ্যে সমাদৃত হয়, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীননীলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত, মূল্য ১৲টাকা। ইহাতে মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বের বিবরণ, মহারাষ্ট্রীয় দিগের ইতিবৃত্ত এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার ঐতিহাসিক প্রশ্ন সকলের অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে। পুস্তকখানির লেখা সুপাঠ্য এবং বর্ণনীয় বিষয় গুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে গণনীয়।

৫। সংস্কৃত চন্দ্রিকা—শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা সম্পাদিত; মূল্য প্রতি খণ্ড ৵ আনা। বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় একখানি মাসিক পত্রিকার প্রচার দেখিয়া আমরা যে পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারিনা। ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইতেছে তাহাও অতি হৃদ্য। এরূপ পত্রিকার উৎসাহ দান করা সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য।

বামাগণের রচনা।

মাতৃস্নেহ।

এ জগতে স্নেহময়ী কে আছে এমন,
জননী সন্তানে স্নেহ করেন যেমন।
প্রাণপণে সযতনে সন্তান রতনে।
দিবানিশি রত রন লালন পালনে॥
দশমাস দশদিন গর্ভেতে ধরিয়া।
প্রসব করেন কত যাতনা সহিয়া॥
যখন সন্তান রয় শৈশব দশায়;
স্তনদুগ্ধ দিয়া প্রাণে বাঁচান তাহায়॥

শুক্লপক্ষ চন্দ্র শিশু বাড়ে দিনে দিনে।
তা দেখি জননী কত সুখ পান মনে॥
সন্তানের শুভ ইচ্ছা জগদীশ স্থানে।
করিয়া থাকেন তিনি কায়মনপ্রাণে॥
ক্রমে এক চিন্তা আসি হয় উপস্থিত।
কি রূপে সন্তান মম হবে সুপণ্ডিত॥
সন্তানে দেখেন যদি সরল সুবোধ।
জননী হৃদয়ে হয় কত সুখবোধ॥
ক্ষণেক সন্তানে যদি না পান দেখিতে।
কত চিন্তা হয় নাহি পারেন থাকিতে॥
সন্তানের যদি হয় অসুখ সঞ্চার।
কত মনঃকষ্টে রন, ভাবনা অপার॥
'মা' কথাটি হয় কি বা সুমিষ্ট বচন।
যার মনে কত স্নেহ না যায় কথন॥
কি দুর্ভাগা হয় আহা সেই দুঃখী জন।
অকালে হারায় যেবা হেন মাতৃধন॥
কেহ কভু মাতৃঋণ না পারে শোধিতে।
মাতারে দিওনা দুঃখ জীবন থাকিতে॥
জগত জননী যিনি সকলের তরে।
ভালবাসা দিয়েছেন জননী অন্তরে॥
শত শত ধন্যবাদ তাঁহার চরণে।
ভুলিবনা তাঁর দয়া থাকিতে জীবনে॥
হেন মাতৃধন যিনি দিলেন সবায়।
ভক্তি ভাবে প্রণিপাত করি তাঁর পায়॥

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার,
ধাত্রীগ্রাম-কালনা।

সতী নারী।

ধন্য গো সাবিত্রী সতি সতীত্ব তোমার।
প্রশংসে তোমারে সবে ভারত মাঝার।
বাঁচাইলে মৃতপতি সতীত্বের গুণে।
মরি কি অক্ষয় কীর্ত্তি রেখেছ ভুবনে॥
সতীত্ব দৃষ্টান্ত ভাল তোমার চরিতে।
এখনো তোমার গুণ গায় এ ভারতে॥
ওগো দক্ষকন্যা মরি প্রণয় তোমার।
পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া, এ ছার
ত্যজিলা অনিত্য দেহ সুনাম রাখিলে।
জগতের নারীগণে সতীত্ব শিখালে॥
অনন্তদুঃখিনী সীতা জনকনন্দিনি!
কত না সহেছ ক্লেশ রাঘবঘরণি॥
অবশেষে বিনাদোষে পতি মহাশয়।
সগর্ভে বনেতে দিলা তোমায় গো হায়॥
নিন্দে পাছে রামে লোকে, তাহার কারণ,
কাঁদিলে ধরিয়ে হায় মুনির চরণ॥
ধন্য লীলাবতী কৃষ্ণকুমারী পদ্মিনী।
কোথায় রহিলে হায় তোমরা ভগিনী॥
আর কি তোমরা পুনঃ ভারতে জন্মিবে।
তোমাদের সুদৃষ্টান্ত আর কে রাখিবে॥
ধন্যা অগ্রগণ্য সবে নারীকুলমণি।
গা'ক তোমাদের গুণ ভারত রমণী॥

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী দাসী,
কাফিনীয়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৮ সংখ্যা। } পৌষ ১২৯০—জানুয়ারি ১৮৮৪। { ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৪ ঠা ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা প্রদর্শনী খুলিয়াছে এবং নানা দেশীয় অসংখ্য লোক তদ্দর্শনার্থ গমনাগমন করিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি মেলাস্থল সম্পূর্ণরূপে সাজান হয় নাই। প্রদর্শনীর যে কয়েকটী মহল আছে, তন্মধ্যে দেশীয় মহল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও চমৎকার হইয়াছে, ইহা এদেশীয় লোকদিগের শিল্পদক্ষতার বিলক্ষণ প্রমাণ। দর্শনী ফি বুধবারে ১ টাকা, অন্য বারে দিবসে ।০ ও রাত্রিতে ৷০ আনা। রবিবারে মেলা বন্ধ থাকে।

আমাদিগের প্রজাবৎসলা মহারাণী বিক্টোরিয়ার তৃতীয় পুত্র ও পুত্রবধূ কনটের ডিউক ও ডচেস কলিকাতায় শুভাগমন করাতে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। গত ১০ই ডিসেম্বর তাঁহাদিগের সম্মানার্থ আলোক সজ্জা ও বাজী পোড়ান হয়। তাঁহারা অত্রত্য হাসপাতাল, বিচারালয় প্রভৃতি স্থানসকল দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। একদিন বেথুন বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন। বোম্বাই ও বারাণসী অবস্থিতি কালেও ইহাঁরা তত্রত্য দেশহিতকর স্থান সকল পরিদর্শন করেন। ডিউক বোম্বাইয়ে একটী নূতন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি এখন সস্ত্রীক মিরাটে গিয়া সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, দুই বৎসর কাল এদেশে অবস্থিত করিবেন। ইহ ভারতের একটী সৌভাগ্যের চিহ্ন।

বোম্বাইয়ের বদান্য পার্শী বণিক কামা স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা কার্য্য শিখাইবার সাহায্যার্থ ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দান করেন। আকার সলিমান নামে বোম্বাইয়ের এক জন মুসলমান তত্রত্য মিউনিসিপালিটির হস্তে ২০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, ইহাদ্বারা স্ত্রীলোক ও বালকদিগের জন্য একটী ঔষধালয় স্থাপিত হইবে। বঙ্গে এরূপ দৃষ্টান্ত কৈ?

বোম্বাই মেডিকাল কলেজ মান্দ্রাজের অনুসরণে স্ত্রীলোকদিগের জন্য ইহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণ এখানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন। কলিকাতায় যত আঁটা আঁটি। আমরা বরাবর বলিতেছি স্ত্রীচিকিৎসকের যেরূপ অভাব. তাহাতে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

শ্রমজীবী নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকে যাহাতে অল্প ব্যয়ে সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় লোক বিশেষ সচেষ্ট, লর্ড সালিসবরী এই দলের প্রধান। আমরা দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম, ইংলণ্ডের রমণীগণও এই নিঃস্বার্থ হিতব্রতে সাহায্যদানে অগ্রসর। অক্‌টেবিয়া হিল নাম্নী এক বিবি চিত্রাদি কার্য্যে বিশেষ নিপুণ; শ্রমজীবীদিগের গৃহ যাহাতে অল্প ব্যয়ে সুসজ্জিত হইতে পারে তিনি তাহার সহায়তা করিবেন।

ফষ্টার সাহেব ইংলণ্ডে শিক্ষাবিধি প্রচলনের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার গুণবতী স্ত্রীর উদ্যোগে বালিকাদিগের জন্য সম্প্রতি একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে ফষ্টার সাহেব একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষার যে উন্নতি দেখিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন আমেরিকার ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা অন্যত্র নাই, যে বলগেরিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অত্যন্ত অবনত অবস্থায় ছিল, সেখানেও অল্প দিনের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কুমারী ক্লাউ ইংলণ্ডের নিউহাম কলেজ দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার যে উন্নতি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছু কিছু বলেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য দুই জন সাহেব লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহা হইতে ১৬টী ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে এবং সেই ছাত্রবৃত্তি লইয়া অত্রত্য ছাত্রীরা উচ্চতর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

টেমস্ নদীর নীচে দিয়া একটী নূতন সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইবে, ইহা লণ্ডন সেতুর